POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ
اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ

এবং যাহারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে এবং তাহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করে না, ইহারাই ঐসকল লোক যাহাদিগকে তিনি শীঘ্রই তাহাদের পুরস্কার দিবেন।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৫৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 8
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

25 ফেব্রুয়ারী, 2021 ● 12 রজব 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.)-এর একটি প্রিয় দোয়া

১১২০) হযরত ইবনে আব্বাস ((রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) যখন রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠতেন, তখন তিনি এই দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ
خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا
قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ
اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
اَوْلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

হে আল্লাহ্‌ আমি তোমার নিকট নিজেকে সমর্পণ করছি এবং তোমার উপর ঈমান আনছি এবং তোমার উপরই আস্থা রাখছি এবং তোমার সামনে অবনত হয়েছি। তোমার কারণে আমি এই বিবাদে পা দিয়েছি এবং তোমার নিকট সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করেছি। ক্ষমা কর আমার পূর্বের ও পশ্চাতের কর্মসমূহের ত্রুটিগুলি। আর সেগুলিও থেকেও যেগুলিকে আমি গোপন রেখেছি এবং যেগুলিকে আমি প্রকাশ করেছি। তুমিই অগ্রে কিম্বা পশ্চাদে প্রেরণকারী। তুমিই একমাত্র উপাস্য (কিম্বা) তুমি ছাড়া কোনও উপাস্য নেই।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড,কিতাবুত তাহাজ্জুদ)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৫ জানুয়ারী,২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত
হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর চ্যালেঞ্জ

খোদার সঙ্গো বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। সত্যিকার সাধুতা অবলম্বন কর। উর্ধ্বলোকের অসাধারণ ক্রিয়াকলাপ ভীতিপ্রদক। ভূ-পৃষ্ঠ নানাবিধ রোগ-ব্যাধি দ্বারা মানুষকে সতর্ক করে চলেছে। কিন্তু, ধন্য সেই ব্যক্তি, এই সত্য উপলব্ধি করে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বার্তা

দোয়ার কল্যাণ

দোয়া না থাকলে মানুষ কিভাবে খোদাকে চেনার বিষয়ে 'হাক্কুল ইয়াকীন' পর্যন্ত পোঁছাতে পারত। দোয়ার কল্যাণে ইলহাম লাভ হয়। দোয়ার মাধ্যমে আমরা খোদা তা'লার সঙ্গো বার্তালাপ করে থাকি। মানুষ যখন, নিষ্ঠা, ভালবাসা, একত্ববাদ ও সততার সঙ্গো দোয়া করতে 'ফানা' বা আত্মবিলীনতার পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন সেই জীবিত খোদা তার উপর প্রতীয়মান হন, যিনি মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে আছেন।

ধন্য সেই ব্যক্তি, যে সত্যকে উপলব্ধি করে।

খোদার সঙ্গো বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। সত্যিকার সাধুতা অবলম্বন কর। উর্ধ্বলোকের অসাধারণ ক্রিয়াকলাপ ভীতিপ্রদক। ভূ-পৃষ্ঠ নানাবিধ রোগ-ব্যাধি দ্বারা মানুষকে সতর্ক করে চলেছে। কিন্তু, ধন্য সেই ব্যক্তি, এই সত্য উপলব্ধি করে।

বীরত্ব ও সাহসিকতা

নিরুৎসাহিত হয়ো না। সাহসিকতা মানুষের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলীর মধ্যে অন্যতম। মোমেন স্বভাবতই সাহসী হয়। সর্বক্ষণ খোদা তা'লার ধর্মের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত; কাপুরুষতা প্রদর্শন করা কখনই কাম্য নয়। কাপুরুষতা কপটদের লক্ষণ। মোমেন বীর ও সাহসী হয়ে থাকে। কিন্তু বীরত্ব বলতে একথা বোঝায় না যে স্থান পাত্র কাল বিবেচ্য নয়। উপযুক্ত সময় ছাড়া যে কাজ করা হয় সেটি ব্যর্থ হয়। মোমেনের মধ্যে ত্বরাপরায়ণতা থাকে না। বরং সে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও ধৈর্যসহকারে ধর্মের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। সে কাপুরুষ হয় না। কখন কখন মানুষের দ্বারা এমন কাজ সম্পাদিত হয় যা তাকে খোদা তা'লার অসন্তুষ্টিভাজন করে তোলে। .... যেমন কোন যাচনাকারীকে ধাক্কা দিলে সে কঠোর শাস্তির কারণ হয় আর খোদা তা'লাকে তা অসন্তুষ্ট করে। আর সে তাকে কিছু দেওয়ার সামর্থ হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু যদি নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শন করে, এক বাটি পানি দিলেও সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপজীব্য সংকোচনের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫-২৬৮)

মিথ্যা উপাস্যের উদ্ভব স্মরণকাল থেকে আর খোদা তা'লার নিয়ম আদি থেকে চলে আসছে। এই কারণে প্রশ্ন হতে পারে যে, যে সব কাজ এক নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে চিরকাল হয়ে আসছে।তা তোমার কিভাবে হতে পারে?

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সুরা ইউনুসের ৩৫ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন:

" এই আয়াতে শিরক কে খণ্ডন করতে একটি অনেক বড় দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে, সাধারণভাবে মানুষ যেটিকে বোঝে নি। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন সৃষ্টির প্রমাণ হল পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ বার বার সৃষ্টি করা। অন্যথায় প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে স্রষ্টা বলে দাবি করতে পারে। আজ কেউ যদি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছি, তবে তার এই দাবি এভাবে খণ্ডন করা যাবে যে তাকে বলতে হবে, বেশ সৃষ্টি করে দেখাও। কাজেই পুনরাবৃত্তিই কোন সৃষ্টিকর্মের সক্ষমতার প্রমাণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, 'আমি কেবল সৃষ্টিকে উপস্থাপনই করি না। যে কারণে কেউ বলতে পারে যে হযরত ঈসা (আ.) কিম্বা অন্য কেউও কিছু সৃষ্টি করেছে। বরং আমরা সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করে দেখাই। পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় আছে। প্রথমত এর দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, পুনরাবৃত্তি চিরন্তন নিয়মকেও নির্দেশ করে। যেমন শস্য থেকে শস্য জন্ম নেওয়ার ধারা এক নিরন্তর সত্য। আজ যদি যায়েদ নিজেকে খোদা ঘোষণা করে স্রষ্টা হওয়ার দাবি করে, তবে তাকে বলা হবে শস্যদানা তো আদিকাল থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে আর তুমি তো এখন জন্মেছ। মোটকথা মিথ্যা উপাস্যের উদ্ভব স্মরণকাল থেকে আর খোদা তা'লার নিয়ম আদি থেকে চলে আসছে। এই কারণে প্রশ্ন হতে পারে যে, যে সব কাজ এক নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে চিরকাল হয়ে আসছে, তা তোমার কিভাবে হতে পারে? তাই বলা হয়েছে, সৃষ্টি ও এর পুনরাবৃত্তির ধারা কে তৈরী করল? যদি বল আল্লাহ্‌ তা'লা করেছেন, তবে বল, যখন আল্লাহ্‌ তা'লা আদিকাল থেকে সৃষ্টির জন্য কিছু নিয়ম নির্ধারণ করে

(শেষাংশ ২ এর পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

১ পাতার শেষাংশ.....

রেখেছেন, আর সেগুলির অধীনেই সৃষ্টি জগত চলমান আছে, তবে এর মধ্যে তোমাদের মিথ্যা উপাস্যদের কৃতিত্ব কোথা থেকে প্রমাণিত হল? আর প্রয়োজনই বা কি ছিল?

এই আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে বাদশাহ বাহ্যত সৃষ্টির এক সীমাহীন ধারার সূচনা করেছেন, তিনি তাদের পথপ্রদর্শনের দায় অন্য কারো উপর কিভাবে চাপিয়ে দিতে পারতেন? কিম্বা এক যুগের মানুষদের পথপ্রদর্শন করে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের কিভাবে এর থেকে বঞ্চিত রাখতে পারতেন? যদি স্রষ্টা একজন হত আর সৃষ্টির ধারার নির্বাহক অন্য কেউ হত, সেক্ষেত্রে বলা যেত স্রষ্টা সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে পথপ্রদর্শন করে ছেড়ে দিয়েছেন আর আর প্রজন্ম ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যার উপর ছিল, সে এ বিষয়ে উদাসীন থেকেছে। কিন্তু যেহেতু স্রষ্টা এবং সৃষ্টিধারার নির্বাহক একই প্রতিপালক, তাই পরবর্তী প্রজন্মকে সে কিভাবে পথপ্রদর্শন দেওয়া থেকে বঞ্চিত করতে পারত?"

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭২)

শেষের পাতার পর.....

বলেছিলেন, ইউরোপে বসবাসকারী যুবকদের ইউরোপের সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বিত হওয়া উচিত নয়। এর দ্বারা হুযুর কি বোঝাতে চেয়েছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি বলেছিলোম, 'তাদের সকলকে উন্নত ইসলামী মূল্যবোধের দিকে নিয়ে আসতে হবে। তাই আমাদের নিজেদের অবস্থা এমন তৈরী করতে হবে যাতে জগতবাসী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইসলামি জগত সহ অমুসলিমদেরকে সঠিক ইসলাম শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করা আমাদের দায়িত্ব।

আমি এর পূর্বে সমন্বয়ের বিষয়ে বার বার বলেছি। যে দেশে গিয়ে থাকতে হবে, সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হবে, সেদেশের সেবা করাও আবশ্যক। সে সেই দেশের সদস্য। তাই বিশ্বস্ততার সঙ্গে দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা তার কর্তব্য।

এক জন অতিথি প্রশ্ন করেন যে, আহমদী মুসলমান এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কি?

হুযুর আনোয়ার উত্তর দেন যে, আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, আঁ হযরত (সা.) চৌদ্দশ বছর পূর্বে মসীহ ও মাহদীর আগমণ প্রসঙ্গে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যখন তিনি আসবেন তাকে গ্রহণ করো এবং আমার সালাম পৌঁছে দিও, তোমাদেরকে বরফের পর্বতের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও। সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মসীহ ও মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন আর আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি।

আমরা বিশ্বাস করি, হযরত ঈসা (আ.) আকাশে নেই। আকাশ থেকে কেউ নেমে আসার কথা ছিল না। বরং মুসলমানদের মধ্য থেকেই কোন এক ব্যক্তি মসীহর গুণে গুণান্বিত হয়ে প্রেরিত হবেন এবং তাঁর অনুকরণ হয়ে আসবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আর যে মসীহর আগমণের কথা ছিল তিনিই মাহদীও বটে। আঁ হযরত (সা.)এর হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, মসীহ ও মাহদী একই সত্তার দুই ভিন্ন ভিন্ন নাম। এছাড়া কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.) মসীহ ও মাহদীর আগমণের লক্ষণ ও নিদর্শনাবলীও বলে দিয়েছেন। যেগুলির মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শনও ছিল। এছাড়াও আরও অনেক নিদর্শনাবলী ছিল যা সবই পূর্ণ হতে দেখে আমরা সেই মসীহ ও মাহদীকে মান্য করেছি। অপরদিকে অন্যান্য মুসলমানেরা দাবি করে, মসীহ এখনও আসেন নি, তিনি আকাশ থেকে নেমে আসবেন। তারা এখনও মসীহর আগমণের অপেক্ষায় আছে। আর আমরা বলি, তিনি এসে গিয়েছেন; তাঁর আগমণের সাথে সেই সমস্ত নিদর্শন ও লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে যা তাঁর আগমণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং তাঁর সত্যতার জন্য সাক্ষী হিসেবে ছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা ঈমান রাখি যে আঁ হযরত (সা.) খাতামান্নাবীঈন, কুরআন শেষগ্রন্থ। কুরআন করীমের পর কোন নতুন শরীয়ত বিধান নেই। আগমণকারী মসীহ ও মাহদী কুরআন করীমের আদেশাবলী ও এর শিক্ষামালাকেই এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং কুরআন করীমের শরীয়তই শিরোধার্য করবেন এবং অন্যদেরকেও এই পথে চালিত করবেন।

এক অতিথি বলেন, জলসায় আমি প্রথম বার অংশগ্রহণ করলাম। আমি আশা করি নি যে এত ব্যাপক আকারে ব্যবস্থাপনা হবে। সমস্ত ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের ছিল। যখনই আমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তা হাতের কাছে পেয়েছি। আমরা এখানে তিন ছিলাম। আমি আপনাদের ব্যবস্থাপনা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি; আপনাদের গোটা ব্যবস্থাপনাই ছিল এক বিস্ময়কর কাণ্ড।

তিনি প্রশ্ন করেন, জামাতের সদস্য সংখ্যা কোথায় বেশি? হুযুর আনোয়ার বলেণ, পাকিস্তানে আমাদের সদস্য সংখ্যা বেশি। অনুরূপভাবে আফ্রিকার দেশগুলিতেও অনেক সদস্য আছেন। ঘানায় লক্ষাধিক আহমদী আছেন। খোদা তা'লা যাকে তৌফিক দেন, সে গ্রহণ করে। আমরা সর্বত্র জামাতের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। খোদা তা'লা যাকে চান হিদায়াত দেন আর সে জামাতে যোগ দান করে। আমরা এই দোয়া করি যে, খোদা তা'লা সকলের হৃদয়ের দ্বার খুলে দিন আর তারা আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমণকারী মসীহ ও মাহদীকে গ্রহণ করুক।

একজন অতিথি প্রশ্ন করেন, মুসলমান দেশুগুলিতে জামাতের কোন কেন্দ্রীয় অফিস নেই কেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আঁ হযরত (সা.) যখন মাহদীর আগমণের সংবাদ দিয়েছিলেন, তখন তিনি একথা বলেন নি যে সেই মাহদী আরবদের মধ্য থেকে হবেন। যখন তিনি وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ আয়াত পাঠ করেন, এক সাহাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা, যারা পদমর্যাদায় সাহাবাদের সমকক্ষ হবে অথচ এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নি? আঁ হযরত (সা.) হযরত সালমান ফারসী (রা.)এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলেও পোঁছে যায়, অর্থাৎ ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে এদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তি সেই বিলুপ্ত ঈমানকে ফিরিয়ে আনবে। একথার মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল যে, আগমণকারী মসীহ ও মাহদী আরবদের মধ্য থেকে হবেন না।

আল্লাহ্ তা'লা আরবদেরকে যে খিলাফতের নেয়ামত দান করেছিলেন, কর্মদোষে সেই নেয়ামত তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আরবরা সেই নেয়ামতকে হেলায় নষ্ট করে দেয়। এই কারণে খোদা তা'লা বাইরের জাতির মধ্যে থেকে আগমণকারী মসীহকে প্রেরণ করেছেন। এই কারণেই মুসলমান দেশগুলি আগমণকারী মাহদীকে স্বীকার করে না আর আমরা যারা আহমদী, তাদেরকে বিপথগামী বলে মনে করে। তারা আমাদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করে না, কথা বলে না, বরং নিজেদের উলেমাদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে বসে আছে। তাদের মৌলবীরা কুরআন করীমের আয়াত এবং ইমাম মাহদীর আগমণ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) এর উক্তির যে ব্যাখ্যা করেছে, তারা সেগুলিকেই অনুসরণ করে।

পাকিস্তান, ইন্ডোনেশিয়া, এগুলি মুসলমান দেশ। এখানে লক্ষ লক্ষ আহমদীদের বাস। ইন্ডোনেশিয়া বিরাট সংখ্যক আহমদী আছে। আমাদের কাজ তবলীগ করা। ঐশী জামাত সত্যের বাণী পৌঁছে দেয় আর নিরন্তর প্রসার লাভ করতে থাকে। এম.টি.এ নামে আমাদের একটি আরবী চ্যানেল রয়েছে। সমস্ত অনুষ্ঠান আরবীতে সম্প্রারিত হয়। প্রতি বছর আরব দেশসমূহ থেকে বহু মানুষ জামাতে যোগ দিচ্ছেন।

এক অতিথি প্রশ্ন করেন, আমি আহমদী, প্রথম বার জলসায় এসেছি। মেসিডোনিয়ায় সমস্যা জর্জরিত একটি দেশ। দোয়া করুন যেন সেখানে আহমদীয়া ব্যপকহারে বিস্তার লাভ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা তবলীগের পাশাপাশি আর দোয়াও করি। যে যে দেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে চেষ্টাও করি। খোদা তা'লা এহদিনাস সিরাতল মুসতাকিম দোয়া শিখিয়েছেন। তাই খোদা তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত যে, যদি সঠিক পথ হয় তবে খোদা তা'লা যেন পথ দেখান আর তা গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন। মেসিডোনিয়ার আহমদীদের দোয়া করা উচিত যে খোদা তা'লা সরকারকে এই নিষেধাজ্ঞা দূর করার তৌফিক দিন। এমন কোন নবী আসেন নি, যার পথে বাধাদান করা হয় নি। বাধা অবশ্যই থাকে, কিন্তু তা দূরও হয়ে যায়। আপনারা দোয়া করুন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

জুমআর খুতবা

যে আলীকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে এবং যে আমাকে ভালোবাসে সে আল্লাহকে ভালোবাসে আর যে আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং যে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

সকল গুণে, বক্তব্যের গভীরতা ও বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানব। যে-ই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করেছে সে-ই নির্লজ্জতার পথ অবলম্বন করেছে।

হযরত আলী (রা.) বলেন, সাবধান! আমার বিষয়ে দুই ধরণের মানুষ ধ্বংস হবে। প্রথমত সেসব লোক (ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে) যারা আমাকে মাত্রাতিরিক্ত ভালোবেসে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবে যে মর্যাদা আমার নয় আর দ্বিতীয়ত তারা (ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে) যারা আমার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণের দরুণ আমার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করবে।

সাহাবীদের তাকওয়া বা খোদাভীতির মান হলো, তারা কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করতেন।

মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) কে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, হে আলী! তোমার তবলীগে যদি এক ব্যক্তিও ঈমান আনে তাহলে এটি তোমার জন্য এর চেয়ে উত্তম যে, দুই পাহাড়ের মাঝে তোমার ছাগল ও ভেড়ার অনেক বড় একটি পাল অতিক্রম করবে আর তুমি তা দেখে আনন্দিত হবে।"

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান বদরী সাহাবা আবু তুরাব খলীফায়ে রাশেদা আঁ হযরত (সা.)-এর জামাতা হযরত আলি বিন আবি তালিব পবিত্র জীবনালেখ্য।

এম.টি.এ=র চব্বিশ ঘন্টা সম্প্রচারিত চ্যানেল 'এম.টি.এ ঘানা'-এর সূচনা হওয়ার ঘোষণা

ওয়াকফে জাদীদের ৬৪তম বছরের ঘোষণা এবং সারা বিশ্বের আহমদীদের কুরবানীর ঘটনাবলীর উল্লেখ।

আলজেরিয়া এবং পাকিস্তানে আহমদীদের প্রবল বিরোধীতার কথা দৃষ্টিপটে রেখে বিশেষ দোয়ার প্রতি আহ্বান।

পাকিস্তানের আহমদীদের নফল ইবাদত, দোয়া এবং সদকার উপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়ার উপদেশ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১৫ জানুয়ারী,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১৫ সুলাহ, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত আলী (রা.)'র স্মৃতিচারণ চলছিল, আজও তাঁর স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে আর আমি তাঁর সম্পর্কে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম আজ তা শেষ হবে, ইনশাআল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"হযরত ইমাম হোসাইন সাহেব একবার হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন? হযরত আলী (রা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালাম এতে খুবই বিস্মিত হন এবং বলেন, এক হৃদয়ে দু'টি ভালোবাসা কীভাবে সহাবস্থান করতে পারে? এরপর হযরত ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালাম বলেন, (তুলনামূলক দৃষ্টিকোন থেকে যদি একজনকে বেছে নিতে হয়) আপনি কাকে ভালোবাসবেন? হযরত আলী (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌কে।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৭)

এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন,অর্থাৎ, হযরত হাসান (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে একটি প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন? হযরত আলী (রা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত হাসান (রা.) পুনরায় প্রশ্ন করেন, আপনি কি খোদা তা'লাকেও ভালোবাসেন? হযরত আলী (রা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত হাসান (রা.) বলেন, তাহলে তো আপনি এক অর্থে শিরক করছেন। খোদা তা'লার সাথে তাঁর ভালোবাসায় অন্য কাউকে অংশীদার করাকেই তো শিরক বলে। হযরত আলী (রা.) বলেন, হাসান! আমি শিরক করছি না। আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু তোমার ভালোবাসা যদি খোদার ভালোবাসার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমার ভালোবাসা পরিত্যাগ করবো।

(আনোয়ারুল উলূ, খণ্ড-২১. পৃ: ৬২৩)

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে একস্থানে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"হযরত আলী (রা.) যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া করতেন, يَا كٓهٰيٰعٓصٓ اِغْفِرْلِيْ অর্থাৎ, হে كٓهٰيٰعٓصٓ (খোদা)আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

(তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭)

উম্মে হানী'র বর্ণনানুসারে মহানবী (সা.)(কুরআনের)এই মুকাত্তায়াতগুলোর অর্থ করে বলেছেন, 'কাফ' (খোদার) 'কাফী' গুণবাচক নামের সংক্ষিপ্তরূপ, 'হা' হাদী গুণবাচক নামের সংক্ষিপ্তরূপএবং 'আঈন' 'আলেম' বা 'আলীম' গুণের স্থলাভিষিক্ত। আর 'সোয়াদ' 'সাদেক' গুণবাচক নামের সংক্ষিপ্তরূপ।

(তফসীর কবীর, খণ্ড-১৫. পৃ:১৭)

অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া করছেন, হে আল্লাহ্! তুমিই কাফি বা তুমিই যথেষ্ট, তুমি হাদী অর্থাৎ পথ-প্রদর্শক, তুমি আলীম অর্থাৎ সর্বজ্ঞানী আর তুমিই সাদেক অর্থাৎ সত্যবাদী। তোমার এ সকল গুণের দোহাই- তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, তফসীরকারগণ হযরত আলী (রা.)'র একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, "আর তা হলো, তিনি (রা.) একবার তার একজন ভৃত্যকে ডাকেন, কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেয় নি। তিনি বারবার

ডাকতে থাকেন কিন্তু সে কোন উত্তর দেয় নি। কিছুক্ষণ পর ঘটনাচক্রে সেই বালক বা ভৃত্য তার সামনে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করেন,'মা লাকা লাম তুজিবনি'। অর্থাৎ তোমার কী হয়েছে যে, আমি তোমাকে এতবার ডাকলাম, তবুও তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না? সে বলল قَالَ لِثِقَتِي بِحِلْمِكَ وَاَمْنِي مِنْ عُقُوْبَتِكَ فَاسْتَحْسَنَ جَوَابَهُ وَاَعْتَقَهُ, আসল কথা হল, আপনার কোমলতায় আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল আর আপনার শাস্তি থেকে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করি– তাই আমি আপনার ডাকে সাড়া দিই নি। সেই বালকের উত্তর হযরত আলীর (রা.) পছন্দ হয় আর তিনি তাকে মুক্ত করে দেন।"

(তফসীরে কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৫৫)

এখানে কোন জগতপূজারী হলে তাকে হয়তো শায়েস্তা করত অর্থাৎ, তুমি আমার নম্রতার অন্যায় সুযোগ নিচ্ছ কিন্তু তিনি (রা.) তাকে পুরস্কৃত করেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.)-এর দুই পুত্র হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি পড়াত। একবার হযরত আলী (রা.) তার সন্তানদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শুনতে পান, তার ছেলেদেরকে তাদের শিক্ষক 'খাতেমান নবীঈন' পড়াচ্ছেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার সন্তানদের তুমি 'খাতেমান নবীঈন ' পড়াবে না বরং 'খাতামান নবীঈন' পড়াও অর্থাৎ 'তা'-এর নিচে যের না দিয়ে 'তা'-এর ওপর জবর দিয়ে পড়াও। অর্থাৎ মানলাম এই উভয় কিরাআত প্রচলিত আছে কিন্তু আমি খাতামান নবীঈনের কিরাআত অধিক পছন্দ করি কেননা খাতামান নবীঈনের অর্থ হলো, নবীদের মোহর আর খাতেমান নবীঈনের অর্থ হলো, নবীদের সমাপনকারী । আমার সন্তানদেরকে 'তা'র ওপর জবর দিয়ে পড়াবে। "

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪০৪)

এরপর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে এটিও প্রমাণিত হয় যে, তিনি পবিত্র কুরআনের হাফেজ ছিলেন। এমনকি তিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ক্রম অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের অব্যবহতি পরেই কুরআন লেখার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪০৪)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) অপর এক স্থানে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কোন এক সাহাবী খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তাঁর সাথে আরো কিছু সাহাবীও আমন্ত্রিত ছিলেন আর তাদের মাঝে হযরত আলী (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তুলনামূলকভাবে হযরত আলী (রা.)-এর বয়স কম ছিল তাই কতিপয় সাহাবী তার সাথে রসিকতা করেন। তারা একের পর এক খেজুর খেয়ে খেজুরের আঁটি হযরত আলীর সামনে রাখতে থাকেন। মহানবী (সা.)-ও এমনটিই করছিলেন। হযরত আলী যুবক ছিলেন, খাওয়াতে ব্যস্ত ছিলেন তাই এদিকে লক্ষ্য করেন নি। যখন দৃষ্টি পড়ল ততক্ষণে তাঁর সামনে খেজুরের আঁটি সামনে স্তূপীকৃত ছিল। সাহাবীরা রসিকতা করে হযরত আলীকে বলেন, তুমি সব খেজুর খেয়ে ফেলেছ; এই যে তোমার সামনে সব আঁটি পড়ে আছে। হযরত আলীও (রা.) রসিকতা প্রিয় ছিলেন, খিটখিটে ছিলেন না। তিনি যদি খিটখিটে স্বভাবের হতেন তাহলে সাহাবীদের সাথে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়তেন আর বলতেন, আপনারা আমাকে দোষারোপ করছেন বা আমার সম্বন্ধে সন্দেহ করছেন। হযরত আলী (রা.) বুঝে গিয়েছিলেন তার সাথে যা করা হয়েছে তা রসিকতা ছিল। হযরত আলী ভাবলেন যে, এখন আমিও যদি রসিকতার ছলেই এর উত্তর দিই তবে সেটিই হবে আমার জন্য মানানসই। অতঃপর তিনি বলেন, আপনারা তো আঁটিও খেয়ে ফেলেছেন কিন্তু আমি তো আঁটি রেখে দিয়েছি। আপনারা তো আঁটিসহ খেজুর খেয়ে ফেলেছেন কিন্তু আমি সব আঁটি রেখে দিয়েছি আর এর প্রমাণ হলো, আঁটির স্তূপ আমার সামনে পড়ে আছে; এতে সাহাবীদের রসিকতা উল্টো তাদের বিরুদ্ধেই বর্তেছে।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩৩, পৃ: ২৫৯-২৬০)

হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হাদীসে আছে একবার মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। (তেলাওয়াতে ভুল করলে) তখন হযরত আলী (রা.) আয়াত স্মরণ করিয়ে দেন। নামাযের পর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, ভুল স্মরণ করানোর জন্য নির্ধারিত লোক আছে, এ কাজ তোমার ছিল না।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৫, পৃ: ২৯৯)

তিনি (সা.) নামাযে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, তখন সম্ভবত কোথাও আগে পরে হয়ে গিয়ে থাকবে, তখন হযরত আলী (রা.)স্মরণ করিয়ে দেন। একারণে মহানবী (সা.) বলেন, একাজের জন্য আমি লোক নির্ধারণ করে রেখেছি, তুমি একাজ করো না। অথচ হযরত আলী (রা.)-ও যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) অপর এক স্থানে বলেন,

"পবিত্র কুরআনে নির্দেশ রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোন পরামর্শ নিতে হলে প্রথমে সদকা করবে। তিনি বলেন, এই নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হযরত আলী (রা.) কখনো মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কোন পরামর্শ নেন নি কিন্তু এ নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) তাঁর সকাশে উপস্থিত হয়ে কিছু পয়সা সদকা হিসাবে উপস্থাপন করে নিবেদন করেন, আমি কিছু পরামর্শ করতে চাই। মহানবী (সা.) নিভৃতে গিয়ে হযরত আলীর সাথে কথা বলেন। অন্য এক সাহাবী হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কোন বিষয়ে পরামর্শ নিয়েছেন? হযরত আলী (রা.) বলেন, পরামর্শ নেওয়ার মত তেমন কোন বিশেষ বিষয় ছিল না কিন্তু আমি ভাবলাম কুরআন করীমের উক্ত নির্দেশের ওপরও আমল হওয়া উচিত।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৫, পৃ: ৭৫২)

এই ছিল সাহাবীদের রীতি। অপর একস্থানে আরেকটি ঘটনা এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন করীমের নির্দেশ, 'যদি তোমাকে কোন ঘরের লোক বলে, তুমি ফিরে যাও; তাহলে ফিরে যাবে-' পবিত্র কুরআনের এই আদেশ অনুশীলন করার জন্য এক সাহাবী মানুষের ঘরে ঘরে যেতেন। তিনি বলেন, আমি কয়েকবার চেষ্টা করি বরং অনেক সময় প্রত্যেক দিন কোন না কোন ঘরে যেতে চেষ্টা করি, যেন কেউ না কেউ আমাকে ফিরে যেতে বলে আর আমি স্বানন্দে ফিরে এসে কুরআনের এই শিক্ষায় আমল করতে পারি। কিন্তু আমার এই বাসনা কখনো পূর্ণ হয়নি। কোন ঘরের মানুষ আমাকে ফিরে যেতে বলেনি।

(তফসীর জামিউল আহকাম আল কুরআন লিল কুরতুবি, খণ্ড-১৫, পৃ: ১৯৯, সুরা নূর, আয়াত-২৯)

বর্তমানে আমরা যদি কাউকে বলি যে, আমরা ব্যস্ত আছি ফিরে যাও বা এখন সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয় তাহলে মানুষ এটি পছন্দ করে না। কিন্তু সাহাবীদের তাকওয়া বা খোদাভীতির মান হলো, তারা কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করতেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) একবার কোন এক উদ্দেশ্যে সাহাবীদের কাছে চাঁদার আহ্বান জানান। হযরত আলী (রা.) বাইরে গিয়ে ঘাস কাটেন আর সেই ঘাস বিক্রি করে যে মূল্য পান তা চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩৩, পৃ: ৩৫৭)

একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) সম্ভবত তাঁর দরসে বলেছিলেন যে, হযরত আল্লামা উবায়দুল্লাহ্ বিসমিল সাহেব একজন শীর্ষস্থানীয় শিয়া আলেম ছিলেন। তিনি এতটা পুণ্যবান এবং জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন, তাঁর আহমদীয়ত গ্রহণের পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগ থেকে দেশ বিভাগের পরও বরং আজও তার রচিত কতিপয় বই শিয়া মাদরাসাগুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ানো হচ্ছে। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, আমি যখন ওয়াকফে জাদীদ বিভাগে ছিলাম, আমার মনে আছে একবার এক শিয়া বন্ধু আমার সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে আসেন। আলোচনায় তিনি আশ্বস্ত হন এবং আল্লাহর ফযলে আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেন। এই সিদ্ধান্তের পর তিনি আমাকে বলেন, আমি পূর্বে আপনাকে বলিনি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, তিনি একজন শিয়া আলেম ছিলেন; তার পদবী আমার মনে নেই, কিন্তু তিনি শেখুপুরার কোন গ্রাম বা ফয়সালাবাদের কোন গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী কোন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বলেন, শিয়াদের মধ্যে আমি একজন আলেমের মর্যাদা রাখি। অর্থাৎ যিনি বয়াত করেছেন, তার সম্পর্কে খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বর্ণনা করছেন যে, তিনি একজন শিয়া আলেম ছিলেন। সেই ব্যক্তি বলছেন, আমি একজন আলেম এবং শিয়া সম্প্রদায়ে যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী। কিন্তু আজ আমি আপনাকে এ কথা বলছি যে, এখনো আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে উবায়দুল্লাহ বিসমিল সাহেবের পুস্তকাবলী পড়ানো হচ্ছে। খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন, তাঁর জ্ঞানের এরূপ প্রভাব রয়েছে, এখনো বিসমিল সাহেবের পুস্তক পড়াচ্ছে কিন্তু শিয়া লোকেরা আমাদেরকে বলে না যে, তারা তার বই পড়াচ্ছে! যাহোক, তিনি (অর্থাৎ খলীফা রাবে) বলছেন যে, এই আলেমের মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি। কিন্তু তারা সেখানে পাঠদানকালে এটি বলে না যে,

তিনি কে ছিলেন। পরবর্তীতে তার সাথে অর্থাৎ বিসমিল সাহেবের সাথে কী হয়েছে।তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে গ্রহণ করেন এবং সেই সম্মান ও মর্যাদাকে পদদলিত করেন যা তিনি সে যুগে শিয়া সম্প্রদায়ে অর্জন করেছিলেন। এটি তার-ই বইয়ের উদ্ধৃতি, কোন সাধারণ মানুষের উদ্ধৃতি নয়; এই ভূমিকা তুলে ধরে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তার বইয়ের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন যে, আল-বাজার তার মুসনাদে লিখেন, হযরত আলী (রা.) লোকদের জিজ্ঞেস করেন, বল তো! সবচেয়ে বেশী সাহসী কে? উত্তর দেয়, আপনি সবচেয়ে বেশি সাহসী। তিনি (রা.) বলেন, আমি তো সর্বদা আমার সমকক্ষের সঙ্গে-ই লড়াই করি। তাহলে আমি সবচেয়ে সাহসী কীভাবে হলাম! পুণরায় হযরত আলী (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এখন তোমরা বল, সবচেয়ে বেশী সাহসী কে? এটি বিসমিল সাহেব সেই বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের বইয়ে উদ্ধৃত করেছেন। লোকেরা নিবেদন করে, জনাব! আমরা জানি না, আপনিই বলুন। তখন তিনি (রা.) বলেন, সবচেয়ে নির্ভীক ও সাহসী হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। তোমরা শুন! বদরের যুদ্ধে আমরা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য একটি ছাউনি প্রস্তুত করেছিলাম। আমরা পরস্পর (এই মর্মে) পরামর্শ করি যে, এই ছাউনির নিচে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে কে থাকবে? কোথাও যেন এমন না হয় যে, কোন মুশরেক রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করে বসে। খোদার কসম! আমাদের কারো অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই হযরত আবু বকর (রা.) তরবারি হাতে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর পাশে দাঁড়িয়ে যান। এরপর কোন মুশরেকের মহানবী (সা.)-এর কাছে আসার সাহস হয় নি আর এমন দুঃসাহস দেখালে তিনি (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এজন্য হযরত আবু বকর (রা.)ই সবচেয়ে বড় বীর। একথাগুলো হযরত আলী (রা.) বলেছেন।

হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন, একবারকার ঘটনা, মুশরেকেরা রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে ঘিরে ফেলে আর তারা তাঁকে টানাহেঁচড়া করছিল আর বলছিল, তুমি-ই সেই ব্যক্তি যে বলে, খোদা এক। খোদার কসম! মুশরেকদের মোকাবিলা করার সাহস কারোই হয় নি, কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এগিয়ে যান এবং মুশরেকদের মেরে মেরে এবং ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছেলেন আর বলছিলেন, পরিতাপ তোমাদের জন্য! তোমরা এমন একজন মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো যিনি বলেন, আমার প্রভু প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্। একথা বলে হযরত আলী (রা.) নিজের পরিধেয় চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে এত কাঁদেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে যায় আর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের হেদায়াত দান করুন। হে লোকেরা! তোমরাই বল, আলে ফেরাউনের মু'মিনরা উত্তম ছিল নাকি আবু বকর (রা.) উত্তম? আলে ফেরাউন পক্ষ থেকে যারা ঈমান এনেছিল তারা তাদের নবীর জন্য ততটা আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নি যতটা নিবেদিতপ্রাণ হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন। লোকেরা এটি শুনে চুপ থাকে তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, হে লোকেরা! উত্তর দিচ্ছ না কেন? খোদার কসম! আবু বকর (রা.)-এর এক মুহূর্ত আলে ফেরাউনের মু'মিনদের হাজার মুহূর্তের চেয়ে বা এর চেয়েও অধিক উত্তম। এর কারণ হলো তারা তাদের ঈমান গোপন করত কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর ঈমান আনার ঘোষণা প্রকাশ্যে দিয়েছেন।

(দরসুল কুরআন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে, প্রদত্ত ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ থেকে সংগৃহীত)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) কে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, হে আলী! তোমার তবলীগে যদি এক ব্যক্তিও ঈমান আনে তাহলে এটি তোমার জন্য এর চেয়ে উত্তম যে, দুই পাহাড়ের মাঝে তোমার ছাগল ও ভেড়ার অনেক বড় একটি পাল অতিক্রম করবে আর তুমি তা দেখে আনন্দিত হবে।"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪৬৪)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালেমা (রা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহানবী (সা.) কে আমি বলতে শুনেছি, যে আলীকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে এবং যে আমাকে ভালোবাসে সে আল্লাহকে ভালোবাসে আর যে আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং যে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

(মাজমুয়ায়েয যোয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১২৬)

হযরত যার বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, সেই সত্তার কসম! যিনি শষ্যবীজকে বিভক্ত করেছেন এবং আত্মা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চিতভাবে আমার সাথে নিরক্ষর নবী (সা.)-এর এ প্রতিশ্রুতি ছিল যে, কেবল মু'মিনই আমার সাথে আন্তরিকতা রাখবে আর মুনাফেকই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-২৪০)

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন, তোমার দৃষ্টান্ত হলো হযরত ঈসা-এর ন্যায়, যার প্রতি ইহুদিরা এত বেশি বিদ্বেষ পোষণ করে যে, তার মাতার প্রতি তারা অপবাদ আরোপ করে আর খ্রিষ্টানরা তাঁর অর্থাৎ ঈসা (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসায় এতটা বাড়াবাড়ি করে যে, তারা তাঁকে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে যে মর্যাদা তাঁর ছিল না। এরপর হযরত আলী (রা.) বলেন, সাবধান! আমার বিষয়ে দুই ধরণের মানুষ ধ্বংস হবে। প্রথমত সেসব লোক (ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে) যারা আমাকে মাত্রাতিরিক্ত ভালোবেসে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবে যে মর্যাদা আমার নয় আর দ্বিতীয়ত তারা (ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে) যারা আমার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণের দরুণ আমার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করবে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৯)

হযরত আলী (রা.) ফ্যায়-এর সম্পদ অর্থাৎ সেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা শত্রুর সাথে যুদ্ধ না করেই হস্তগত হয় তা বন্টনের ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পন্থা অনুসরণ করতেন। হযরত আলী (রা.)-এর নিকট যে সম্পদই আসত তিনি তার পুরোটাই বিতরণ করে দিতেন আর তা থেকে কিছুই সঞ্চিত রাখতেন না, কেবল তা ব্যতীত যা উক্ত দিন বিতরণেরর পর রয়ে যেত। তিনি (রা.) বলতেন, হে পৃথিবী! যাও আর আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ধোঁকা দাও। তিনি (রা.) নিজেও 'ফ্যায়' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ)-এর সম্পদ থেকে কিছু নিতেন না আর কোন ঘনিষ্ট বন্ধু বা আত্মীয়কেও কিছু দিতেন না। তিনি (রা.) গভর্ণরের পদ বা অন্যান্য পদ কেবল সৎ ও বিশ্বস্ত লোকদেরকেই দিতেন আর তাদের কারো পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পেলে তিনি (রা.) তাকে এই আয়তটি লিখে প্রেরণ করতেন যে, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য উপদেশবাণী এসে গেছে এবং

أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۔ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (هود:86-87)

অর্থাৎ, তোমরা ন্যায্যভাবে পূর্ণ মাপ ও ওজন দিও, মানুষকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যসামগ্রী কম দিও না আর নৈরাজ্যবাদীর ন্যায় তোমরা দেশে অশান্তি ছড়িও না। তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাকলে (নিশ্চিত জানবে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (ব্যবসায়) যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। (সূরা হুদ : ৮৬-৮৭) একই সাথে তিনি (রা.) তাকে লিখেন, আমার এ পত্র তোমার কাছে পৌঁছার পর তোমার নিকট আমাদের যে সম্পদ (গচ্ছিত) রয়েছে তা সযত্নে রেখে দিবে, যতক্ষণ না আমরা তোমার নিকট এমন কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করি যে তোমার কাছ থেকে তা বুঝে নেবে।

এরপর তিনি (রা.) আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই তুমি জান যে, আমি তাদেরকে তোমার সৃষ্টির প্রতি অত্যাচার করার এবং তোমার প্রাপ্য পরিত্যাগের আদেশ দিই নি।

আবজার বিন জরমুয নিজ পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী বিন আবি তালিব (রা.)কে দেখেছি, তিনি কুফা থেকে বের হচ্ছেন এবং তার গায়ে দু'টি 'কিতরী' চাদর ছিল। কিতর বাহরাইনের একটি গ্রামের নাম যেখানে লাল ডোরাকাটা চাদর প্রস্তুত হত। যে দু'টির একটিকে তিনি লুঙ্গির মত পরে রেখেছিলেন এবং অন্যটিকে (দেহের) উর্ধ্বাংশে পরেছিলেন। তার লুঙ্গি গোছার মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল। তিনি একটি চাবুক হাতে নিয়ে বাজারে হাঁটছিলেন এবং লোকদেরকে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করতে, সত্য কথা বলতে, উত্তমরূপে ক্রয়বিক্রয় করতে এবং পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরূপে প্রদানের উপদেশ দিচ্ছিলেন।

মুজাম্মে তাইমী থেকে বর্ণিত, একবার হযরত আলী (রা.) বায়তুল মালে যে পরিমাণ সম্পদ ছিল তার সবটুকু মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করে দেন। এরপর তাঁর নির্দেশে তাতে চুনকাম করানো হয়েছে। অতঃপর তিনি (রা.) সেখানে এ প্রত্যাশা নিয়ে নামায পড়েন যেন কিয়ামতের দিন এটি তার জন্য সাক্ষী দেয়।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দরুদ শরীফ অধিকহারে পাঠ কর, যা অবিচলতা অর্জনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ও অভ্যাসগতভাবে নয়। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুগ্রহ ও সৌন্দর্যকে দৃষ্টিতে রেখে এবং তাঁর পদমর্যাদার উন্নতি ও সফলতার জন্য।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১১১-১১১৩)
(লুগাতুল হাদীস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৭৫

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২ সনে তাঁর একটি দিব্যদর্শন বর্ণনা করেন, আমি যা দেখি তাহলো, আমি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হয়ে গিয়েছি! অর্থাৎ স্বপ্নে আমি মনে করি আমিই তিনি। স্বপ্নের বিস্ময়কর বিষয়গুলোর মাঝে একটি হলো, কখনো কখনো এক ব্যক্তি নিজেকে অন্য মানুষ মনে করে। তাই তখন আমি মনে করেছিলাম, আমি আলী মুরতাজা। আর পরিস্থিতি এমন যে, খারেজীদের একটি গোত্র আমার খেলাফতের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে; অর্থাৎ সেই গোষ্ঠি আমার খেলাফতের কার্যক্রম ব্যহত করতে চাচ্ছে এবং এতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। এমন সময়ে আমি দেখলাম রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমার পাশে রয়েছেন এবং স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে আমাকে বলছেন, ***'ইয়া আলীয়্যু দা'হুম ওয়া আনসারাহুম ওয়া যিরাআতাহুম,'*** অর্থাৎ হে আলী! তাদের, তাদের সহযোগীদের এবং তাদের ফসল এড়িয়ে চল আর তাদেরকে পরিত্যাগ কর এবং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। আমি বুঝলাম, এ নৈরাজ্যের যুগে মহানবী (সা.) আমাকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিচ্ছেন এবং উপেক্ষা করার জোরালো উপদেশ দিচ্ছেন আর বলছেন, তুমিই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এদের কিছু না বলাই উত্তম। "

(বরকাতে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.) খারেজী সেন্যবাহিনীর সর্বকিছু নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের সরঞ্জামাদি তো লোকদের মাঝে বিতরণ করিয়ে দেন কিন্তু জিনিসপত্র এবং দাস-দাসীদেরকে কুফায় ফিরে আসার পর মালিকদের ফিরিয়ে দেন।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৬৩)

অপর এক বরাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

"হযরত আবু বকরের (রা.) যুগের তুলনায় হযরত উমরের (রা.) যুগ রসূলে করীম (সা.)-এর চেয়ে অধিক ব্যবধানে ছিল। একই অবস্থা ছিল হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলীর (রা.)-এর। নিঃসন্দেহে তাদের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা তাদের পুর্বের খলীফাগণের চেয়ে কম ছিল, কিন্তু তাদের যুগে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তাতে তাদের পদমর্যাদার ততটা প্রভাব ছিল না যতটা প্রভাব রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগ থেকে দূরত্বের ছিল। কেননা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর যুগে অধিকাংশ লোক তারা ছিলেন যারা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে অন্যদের হস্তক্ষেপ বেড়ে যায়। কাজেই কেউ যখন হযরত আলীকে (রা.) জিজ্ঞেস করে যে, হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর যুগে এত বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য হতো না যেমনটি আপনার যুগে হচ্ছে। তখন তিনি এর উত্তরে বলেন, বিষয় হলো আবু বকর (রা.) ও উমরের (রা.) অধীনে আমার মতো লোকেরা ছিল আর আমার অধীনে তোমার মতো লোক রয়েছে।"

(আনোয়ারুল উলুম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৫)

আরেক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "সেই যুগে যখন হযরত আলী এবং মুয়াবিয়ার মাঝে যুদ্ধ চলছিল তখন এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর নিকট এসে বলে, আপনি হযরত আলী (রা.)-এর যুগের যুদ্ধসমূহে যোগ দেন না কেন? অথচ পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে (একথা) রয়েছে যে, 'ওয়া ক্বাতেলুহুম হাত্তা লা তাকূনা ফিতনা। উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমরা এ নির্দেশ মহানবী (সা.)-এর যুগেই পালন করেছি যখন মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম ছিল এবং মানুষকে তার ধর্মের জন্য পরীক্ষায় নিপতিত করা হতো। অর্থাৎ হয় তাকে হত্যা করা হতো নয়তো শাস্তি দেওয়া হতো। এক পর্যায়ে ইসলাম সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে, তাই এখন আর কাউকে ফিতনায় নিপতিত করা হয় না।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২৭-৪২৮)

অর্থাৎ যুদ্ধ হলে তা হতো ধর্ম পরিবর্তনের জন্য বা তাদের বিরুদ্ধে ছিল যারা ধর্মকে পরিবর্তন করতে চাইত। এখানে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই; শুধু কতিপয় দৃষ্টিভঙ্গিগত মতবিরোধ রয়েছে মাত্র, এজন্য আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি না। যাহোক এটি তার নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "রোমান বাদশাহ হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুদ্ধের সংবাদ জানার পর ইসালামী রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করতে চাইলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে লিখেন, সাবধান! আমাদের পারস্পরিক মতবিরোধ দেখে ভুল করো না। তুমি যদি আক্রমণ কর তাহলে মনে রেখো, হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে সর্বপ্রথম যে সেনাপতি তোমার বিরুদ্ধে বের হবে সে হব আমি।"

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩০)

তিনি (রা.) এর বিস্তারিত বিবরণ কিছুটা এভাবেও বর্ণনা করেছেন যে, এমন একটি যুগ ছিল যখন রোমের বাদশাহ হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মাঝে মতবিরোধ দেখে তখন সে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার জন্য একটি সেনাবাহিনী প্রেরণের ফন্দি আঁটে। সেই যুগে রোমান সম্রাজ্য তেমনই পরাশক্তি ছিল যেমনটি আজকের আমেরিকা। তার সেনা অভিযানের অভিপ্রায় দেখে অত্যন্ত বিচক্ষণ এক পাদ্রী বলে, হে বাদশাহ্! আপনি আমার কথা শুনুন আর সেনা অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত থাকুন। পরস্পর মতভেদে রাখলেও তারা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একতাবদ্ধ হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক অনৈক্য ভুলে যাবে। অতঃপর সে একটি উদাহরণ দেয়। তা-ও সে কোন্ নিয়্যতে দিয়েছে, তুচ্ছতাচ্ছিল্যর জন্য নাকি এমনিতেই ধরে নিয়েছে যে, এটি উত্তম উদাহরণ হবে (তা জানা নেই)। সে বলে, আপনি কয়েকটি কুকুর আনিয়ে নিন এবং তাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ক্ষুধার্ত রাখুন। অতঃপর তাদের সামনে মাংস ছুড়ে দিন, তারা পরস্পর লড়াই আরম্ভ করবে। আপনি যদি সেই কুকুরগুলোরই সামনে বাঘ ছেড়ে দেন তাহলে তারা নিজেদের মতভেদ ভুলে গিয়ে বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই উদাহরণের মাধ্যমে সে যা বুঝিয়েছে তা হলো, তুমি এখন হযরত আলী ও মুআবিয়া -র মতবিরোধের সুযোগ নিতে চাইছ, কিন্তু আমি এটি বলে দিচ্ছি যে, যখনই কোন বহিঃশত্রুর সাথে লড়াইয়ের পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তারা উভয়ে নিজেদের পারস্পরিক মতবিরোধ ভুলে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় একতাবদ্ধ হয়ে যাবে। আর হয়েছেও তা-ই। হযরত মুআবিয়া যখন রোমান সম্রাটের অভিসন্ধি সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি তাকে এই বার্তা প্রেরণ করেন যে, তুমি আমাদের মতবিরোধের সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে চাও, কিন্তু আমি তোমাকে বলে দিতে চাই যে, আমার সাথে যদিও হযরত আলীর মতবিরোধ রয়েছে কিন্তু যদি তোমার সেনাবাহিনী আক্রমণ করে তাহলে সেই সেনাবাহিনীর মোকাবিলার জন্য হযরত আলীর পক্ষে সর্বপ্রথম যে জেনারেল বের হবে আমি হব সেই ব্যক্তি।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৫, পৃ: ৪১৬-৪১৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) বলতেন, আমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম কুরআন পাঠকারী হলেন উবাই বিন ক্বাব আর আমাদের মাঝে উত্তম সিদ্ধান্ত প্রদানকারী হলেন আলী (রা.)।

(সহী বুখারী, কিতাবুত তফসীর, হাদীস-৪৪৮১)

হযরত উম্মে আতিয়া বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একটি সেনাদল প্রেরণ করেন যাতে হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন,'আমি আল্লাহ্র রসুল (সা.)-কে এই দোয়া করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে আলীর চেহারা না দেখানো পর্যন্ত মৃত্যু দিও না।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১০০)

মহানবী (সা.) একবার হযরত আলীকে একটি সেনা অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল এবং জিবরাঈল তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

(কুনযুল উম্মাল, খণ্ড-১৩, পৃ: ১০৭)

এক স্থানে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, আমীর মুআবিয়া যিরার সুদাঈ-কে বলেন, আমার সামনে হযরত আলীর বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা কর। সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে ক্ষমা করবেন। আমীর মুআবিয়া বলেন, তোমাকে বলতেই হবে। যিরার বলে, যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে শুনুন, খোদার কসম! হযরত আলী বড়মনা এবং দৃঢ় শক্তিবৃত্তির অধিকারী ছিলেন। সুনিশ্চিৎর কথা বলতেন এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রবহমান ঝরণাধারা ছিলেন আর তাঁর প্রতিটি কথা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ইহজগৎ এবং এর চাকচিক্যকে ভয় করতেন আর রাত ও এর নির্জনতাকে ভালোবাসতেন। তিনি অনেক ক্রন্দনকারী এবং অনেক প্রণিধানকারী মানুষ ছিলেন। তিনি

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

(ডেনমার্কের জলসা সালানা (২০১৯) উপলক্ষ্যে বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

সাধারণ পোশাক এবং একান্ত সাদামাটা খাবার পছন্দ করতেন। তিনি আমাদের মাঝে আমাদের মতোই এক সাধারণ মানুষের মতো অবস্থান করতেন। আমরা প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিতেন আর কোন ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে সম্পর্কে অবহিত করতেন। খোদার কসম! তার সাথে আমাদের এবং আমাদের সাথে তার ভালোবাসা ও নৈকট্যের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁর প্রতাপের কারণে তার সাথে কম কথা বলতাম। তিনি ধার্মিক লোকদের সম্মান করতেন এবং মিসকীনদের নিজ সান্নিধ্যে আশ্রয় দিতেন। কোন শক্তিশালী ব্যক্তি এই আশা করত না যে, সে নিজের কোন মিথ্যা কথা তার কাছে গ্রহণীয় করতে পারবে আর কোন দুর্বল ব্যক্তি তার ন্যায়বিচারের প্রতি আশাহত হতো না। খোদার কসম! কোন কোন ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, রাত নেমে এলে এবং তারকারাজি নিস্প্রভ হয়ে গেলে তিনি তার দাড়ি ধরে এমনভাবে ছটফট করতেন যেভাবে সাপের দংশনে দংশিত ব্যক্তি ছটফট করে আর ভীষণ দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় কাঁদতেন এবং বলতেন, হে জগৎ! যাও, তুমি আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রতারিত করার চেষ্টা কর। তুমি কি আমার সাথে বিতর্ক করছো আর নিজেকে আমার সামনে সেজেগুজে প্রদর্শন করছো? তুমি যা চাও তা কখনো হবে না, কখনো হবে না। আমি তো তোমাকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছি, যার পর প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ নেই, কেননা তোমার জীবনকাল স্বল্প এবং তোমার কোন ভরসা নেই। এখানে তিনি রূপক ভাষায় পৃথিবীকে সম্বোধন করেছেন যে, তোমার জীবনকাল স্বল্প আর তুমি অর্থহীন। হায়! পাথেয় কম এবং সফর দীর্ঘ আর পথ ভীতিপ্রদ। তিনি যখন তাঁর (অর্থাৎ হযরত আলীর) গুণাবলী সম্পর্কে এসব কথা বলেন তখন এগুলো শুনে আমীর মুয়াবিয়া কেঁদে উঠেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আবুল হাসানের প্রতি কৃপা করুন। খোদার কসম! তিনি এমনই ছিলেন। হে যেরার! আলীর মৃত্যুতে তুমি কেমন কষ্ট পেয়েছ? যেরার বলেন, সেই নারীর মতো কষ্ট পেয়েছি যার সন্তানকে তার কোলেই জবাই করে দেওয়া হয়।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১০৭-১১০৮)

হযরত আলীর বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত সমূহ অনেক প্রসিদ্ধ, তার মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

"হযরত আলী (রা.)-এর যুগের একটি ঘটনা, যা তাবারী লিখেছেন, আমাদের অবহিত করে যে, ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই এই সাবধানতা চলে আসছে। সেই ঘটনাটি হলো, আদল বিন উসমান বর্ণনা করেন, (আরবী যে উদ্ধৃতি রয়েছে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেটিও পুরো লিখেছেন, আমি এখন সেই আরবী উদ্ধৃতি ছেড়ে দিচ্ছি, খুতবা যখন ছাপা হবে তখন ইনশাআল্লাহ্ তা লিখে দেওয়া হবে।

-(رَاَيْتُ عَلِيًّا عَمَّ خَارِجًا مِنْ هَمْدَانَ فَرَاٰى فِئَتَيْنِ تَقْتُلَانِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ مَضٰى فَسَمِعَ صَوْتًا يَاغَوْثًا بِاللهِ فَخَرَجَ يَحُضُّ نَحْوَهٗ حَتّٰى سَمِعْتُ خَفْقَ نَعْلِهٖ وَهُوَ يَقُوْلُ اَتَاكَ الْغَوْثُ فَاِذَا رَجُلٌ يُلَازِمُ رَجُلًا فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِعْتُ مِنْ هٰذَا ثَوْبًا بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ اَنْ لَّا يُعْطِيَنِيْ مَغْمُوْرًا وَلَا مَقْطُوْعًا وَكَانَ شَرْطُهُمْ يَوْمَئِذٍ فَاَتَيْتُهٗ بِهٰذِهِ الدَّرَاهِمِ لِيُبَدِّلَهَا لِيْ فَاَبٰى فَلَزِمْتُهٗ فَلَطَمَنِيْ فَقَالَ اَبْدِلْهُ فَقَالَ بَيِّنَتُكَ عَلَى اللَّطْمَةِ فَاَتَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَاَقْعَدَهٗ ثُمَّ قَالَ دُوْنَكَ فَاقْتَصَّ فَقَالَ اِنِّيْ قَدْ عَفَوْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ اِنَّمَا اَرَدْتُ اَنْ اَحْتَاطَهٗ فِيْ حَقِّكَ ثُمَّ ضَرَبَ الرَّجُلَ تِسْعَ دُرَّاتٍ وَقَالَ هٰذَا حَقُّ السُّلْطَانِ۔)

কেবল অনুবাদটি আমি তুলে ধরছি।) এর অনুবাদ হলো, আমি দেখেছি, হযরত আলী হামাদানের বাহিরে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি দুটি দলকে পরস্পর বিবদমান দেখতে পান এবং তাদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দেন। কিন্তু কিছুদুর যেতেই এক ব্যক্তির আওয়াজ তাঁর কাছে পৌঁছে যে, খোদার খাতিরে কেউ আমাকে সাহায্য করুন। অতএব তিনি দ্রুত সেই আওয়াজের উৎসের দিকে ছুটে যান, এমনকি তার জুতার আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল আর তিনি বলছিলেন, সাহায্য এসে গেছে, সাহায্য এসে গেছে। তিনি যখন সেই জায়গার কাছাকাছি পৌঁছেন তখন তিনি দেখেন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে ধস্তাধস্তি করছে। সে তাঁকে (অর্থাৎ হযরত আলীকে) দেখে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি এই ব্যক্তির কাছে নয় দিরহামে একটি কাপড় বিক্রি করেছিলাম আর শর্ত ছিল, কোন টাকা অর্থাৎ দিরহাম ত্রুটিপূর্ণ বা ফাঁটাছেড়া থাকবে না আর সে অর্থাৎ ক্রেতা তা মেনে নেয়। কিন্তু সে আমাকে যে অর্থ দেয় বা দিরহাম দেয় সেগুলোর কিছু অসম্পূর্ণ ছিল। অথচ আজ আমি যখন তাকে তার ছেঁড়া টাকাগুলো ফেরত দিতে আসি তখন সে তা বদলে দিতে অস্বীকার করে। তখন আমি তাকে জোরাজুরি করলে সে আমাকে থাপ্পড় মারে। তিনি (রা.) ক্রেতাকে বলেন, তার টাকা বদলে দাও। অর্থাৎ যে ক্রয় করেছিল তাকে বলেন, তার টাকা বা অর্থ বদলে দাও। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলেন, তোমাকে থাপ্পড় মারার প্রমাণ উপস্থাপন কর। সে যখন প্রমাণ উপস্থাপন করে তখন তিনি (রা.) আঘাতকারীকে বসিয়ে দেন এবং তাকে (অর্থাৎ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে) বলেন, তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তিনি (রা.) বলেন, তুমি তো তাকে ক্ষমা করে দিয়েছ, কিন্তু আমি তোমার অধিকারের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে চাই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মনে হয় সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সহজ সরল ছিল আর নিজের লাভ-ক্ষতি বুঝতো না। এরপর যে থাপ্পড় মেরেছিল তাকে তিনি (রা.) সাতবার চাবুক মারেন এবং বলেন, এই ব্যক্তি তো তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল, কিন্তু তোমার এই শাস্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে।"

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬২-৩৬৩)

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেন যেখানে হযরত আলী (রা.)-জীবনাদর্শে আরে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি (রা.) একবার দেখতে পান, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রহার করেছে। হযরত আলী (রা.) তাকে থামান এবং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলেন, এখন তুমি তাকে প্রহার কর। কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। হযরত আলী (রা.) বুঝতে পারেন যে, ভয়ের কারণে সে তাকে প্রহার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, কেননা প্রহারকারী ব্যক্তি চরম স্বৈরাচারী ছিল। তাই তিনি (রা.) বলেন, তুমি তোমার নিজ অধিকার ক্ষমা করে দিয়েছ, কিন্তু আমি এখন রাষ্ট্রীয় অধিকার ব্যবহার করছি। এরপর তিনি তাকে ততটাই প্রহার করান যতোটা সে অপর ব্যক্তিকে, অর্থাৎ দুর্বল ব্যক্তিকে প্রহার করেছিল।"

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৩১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.)-এর একটি ঘটনা হলো, তার একটি মামলা একজন ইসলামী ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে উপস্থাপিত হলে সেই ম্যাজিস্ট্রেট হযরত আলীর প্রতি কিছুটা নমনীয় হয়। তিনি (রা.) বলেন, আমার প্রতি নমনীয় হয়ে তুমি প্রথম অবিচার করেছ। এই মুহূর্তে আমি এবং সে (অর্থাৎ আমার প্রতিপক্ষ) সমান।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৬, পৃ: ৫১৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত আলীর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"তিনি কি জাতির সবচেয়ে বাগ্মী বক্তা এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যারা শব্দের মাঝে প্রাণ ফুঁকে দেয়? স্বীয় বাগ্মিতা ও বাচনভঙ্গি বলে এবং শ্রোতাদের মাঝে নিজের গভীর প্রভাব দ্বারা মানুষকে নিজের আশেপাশে একত্রিত করা তার জন্য কেবল এক ঘন্টা বরং তদপেক্ষা কম সময়ের কাজ ছিল।"

(সিররুল খোলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৫০)

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

" আমি শুধু এটি জানি যে, কোন ব্যক্তি মু'মিন ও মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ (তার মাঝে) আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রিযওয়ানুল্লাহ্ আলায়হিম-এর ন্যায় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হয়। তারা জগতকে ভালোবাসতেন না, বরং তারা নিজেদের জীবন খোদার পথে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৪৯)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "খারেজীরা হযরত আলী (রা.) কে ফাসেক তথা দুষ্কৃতিপরায়ণ আখ্যায়িত করে এবং তাকওয়া বিরোধী অনেক কাজ তার প্রতি আরোপ করে, বরং তাকে ঈমানের অলংকার থেকে বঞ্চিত মনে করে, অর্থাৎ মনে করে তার মাঝে ঈমানই ছিল না বরং ঈমানের অলংকার বিবর্জিত ছিলেন। এখানে স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগে যে, সিদ্দীক হওয়ার জন্য যখন তাকওয়া ও আমানত এবং দিয়ানত হলো শর্ত তখন এই সমস্ত বুযুর্গ ও উচ্চ পর্যায়ের মানুষ, যারা রসূল, নবী এবং ওলী ছিলেন তাদের অবস্থাকে খোদা তা'লা কেন সাধারণ লোকদের দৃষ্টিতে সন্দেহযুক্ত করে দিলেন? অর্থাৎ কেন তারা সঠিকভাবে বুঝতে পারলেন না? কেন তাদের পুরো জীবন ও আদর্শ সংশয়পূর্ণ ছিল? এবং তারা তাদের কর্ম ও কথা বুঝতে

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

এতটাই অপারগ ছিল যে, তাদেরকে তাক্বওয়া ও আমানত এবং দিয়ানতের গণ্ডি বহির্ভূত মনে করেছে আর ভেবে নিয়েছে যে, তারা যেন অত্যাচারী, হারাম ভক্ষণকারী এবং অন্যায়ভাবে হত্যাকারী আর মিথ্যাবাদী, অঙ্গীকার ভঙ্গাকারী ও রিপুর পূজারি এবং অপরাধী ছিলেন। অথচ পৃথিবীতে বহু এমন লোকও রয়েছে যারা রসূল হবার দাবিও করে না আর নবী হবার দাবিও করে না আর নিজেদেরকে ওলী, ইমাম বা মুসলমানদের খলীফা হিসেবেও আখ্যায়িত করে না, অথচ তাদের চালচলন ও জীবনযাপনে কোন আপত্তি পাওয়া যায় না। এ প্রশ্নের উত্তর হলো, খোদা তা'লার এমনটি করার কারণ, নিজের বিশেষ গৃহীত ও প্রিয়দেরকে দুর্ভাগা ত্বরাপরায়নদের থেকে গোপন রাখতে চেয়েছেন, যাদের স্বভাব কেবল কুধারণা করা, যেভাবে তাঁর স্বীয় সত্তা এরূপ কুধারণাকারীদের কাছে গোপন।"

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ৪২২)

অর্থাৎ যারা এমন কথা বলে তারা নিজেরাই দুর্ভাগা এবং কুধারণাকারী। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে নিজেকে গোপন রেখেছেন এবং মানুষ আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কেও কুধারণা করে, অনুরূপভাবে যারা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত তাদের প্রতিও এসব দুর্ভাগা এবং আপত্তির ক্ষেত্রে ত্বরাপরায়ণ ব্যক্তিরা (কুধারণা করে)। এছাড়া এরাই প্রকৃতপক্ষে সেসব লোক যাদের মাঝে তাক্বওয়া নেই আর তারা মুত্তাকীদের ওপর অপবাদ আরোপ করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, হযরত আলী সত্যান্বেষীদের ভরসাস্থল এবং উদার লোকদের অতুলনীয় আদর্শ এবং খোদার বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন ছিলেন। এছাড়া স্বীয় যুগের লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম মানব এবং রাষ্ট্রসমূহকে আলোকিত করার জন্য আল্লাহ্‌র নূর ছিলেন। কিন্তু তাঁর খিলাফতকাল শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ ছিল না, বরং ফিতনা ও অন্যায় এবং সীমালঙ্ঘনের ঝঞ্ঝাবায়ুর যুগ ছিল। জনসাধারণ তাঁর এবং আবু সুফিয়ানের পুত্রের খিলাফত নিয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত ছিল। তারা হতভম্ব ব্যক্তির ন্যায় এক বুক আশা নিয়ে তাদের উভয়ের পানে চেয়ে থাকত। অনেকেই তাদেরকে আকাশের ফরকদ নামের দু'টো নক্ষত্র মনে করত এবং উভয়কে সমমর্যাদাশীল মনে করত। কিন্তু সত্যি কথা হলো, সত্য আলী মুর্তজার পক্ষে ছিল। যে তাঁর যুগে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, সে বিদ্রোহ ও সীমাল জ্ঞন করেছে। তবে তাঁর খিলাফত সেই শান্তি ও নিরাপত্তার প্রমাণ বহন করত না যার শুভসংবাদ রহমান খোদার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। সত্যি কথা হলো, হযরত আলী মুর্তজা কে তাঁর সাথিদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর খিলাফতকাল বিভিন্ন প্রকারের নৈরাজ্য ও অশান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার মহান অনুগ্রহ ছিল, কিন্তু তিনি দুঃখভারাক্রান্ত ও বেদনাপূর্ণ জীবন কাটিয়েছেন। পূর্বের খলীফাদের মতো তিনি ধর্মপ্রচার ও শয়তানকে দমনে ততটা সফলতা লাভ করেন নি, বরং তিনি নিজেই মানুষের তীর্যক আক্রমণ থেকে নিস্তার পান নি। তাঁকে তাঁর সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তারা তাঁকে সাহায্য করতে নয় বরং তাঁর বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নিষ্পেষণের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তারা কষ্ট দেয়া থেকে বিরত হয় নি বরং তাঁর কাজে বাধ সেধেছে আর তাঁর প্রতিটি পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, অথচ তিনি মূর্তিমান ধৈর্য ও পরম পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর খিলাফতকে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা বা সত্যায়নকারী আখ্যা দিতে পারি না, কেননা তাঁর খিলাফতকাল ছিল অশান্ত, বিদ্রোহপূর্ণ ও কষ্টদায়ক যুগ।"

(সিররুল খোলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৫২-৩৫৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই বিশ্বাস লালন করা আবশ্যক যে, হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) এবং হযরত উমর ফারুক (রা.) ও হযরত যুন্নুরাইন (রা.) আর হযরত আলী মুর্তজা (রা.) সকলেই সুনিশ্চিতভাবে ধর্মের বিষয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন।"

(মাকতুবাতে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫১, মকতুব নম্বর-২, হযরত খান সাহেব মহম্মদ আলি খান সাহেবের নামে)

অতঃপর তিনি (আ.) হযরত আলী (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, (তিনি) অর্থাৎ হযরত আলী খোদাভীরু নির্মলচিত্ত এবং রহমান খোদার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি জাতির মনোনীত ও যুগের নেতৃস্থানীয় মানুষ ছিলেন। প্রবল শক্তিধর খোদার বিজয়ী সিংহ, স্নেহশীল খোদার বীর যুবক, দানশীল, পবিত্র হৃদয় এবং এমন অনন্য সাহসী ছিলেন যে, গোটা শত্রুবাহিনী তাঁর মুখোমুখি হলেও রণাঙ্গনে তিনি নিজের স্থান পরিত্যাগ করতেন না। তিনি সারাটা জীবন দারিদ্র্যের মাঝে কাটিয়ে দিয়েছেন। নিজ যুগে মানুষের জন্য নির্ধারিত তাক্বওয়ার পরম মার্গে তিনি উপনীত ছিলেন। খোদার পথে ধনসম্পদ ব্যয়, মানুষের কষ্টলাঘব, এতীম-মিসকীন ও প্রতিবেশীর দেখাশুনা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবাগ্রে। যুদ্ধে তিনি বহুমুখী বীরত্ব প্রদর্শন করতেন। তির ও অসি চালনায় তিনি অশ্চর্যজনক দক্ষতা প্রদর্শন করতেন। একইসাথে তিনি ছিলেন অতি মিষ্টভাষী ও বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতা মানব হৃদয়ের গভীরে ঘর করত আর এর কল্যাণে মনের মরিচা দূর হতো। নিজ বক্তৃতাকে যুক্তির জ্যোতিতে তিনি আলোকিত করতেন। বহুবিধ কাজে তিনি ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী। এসব বিষয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ ব্যক্তিকে পরাজিতের ন্যায় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হতো। সকল গুণে, বক্তব্যের গভীরতা ও বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানব। যে-ই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করেছে সে-ই নির্লজ্জতার পথ অবলম্বন করেছে। তিনি নিরুপায় লোকদের প্রতি সহমর্মিতায় অনুপ্রাণিত করতেন এবং স্বল্পতুষ্ট মানুষ ও শোচনীয় অবস্থায় জর্জরিত লোকদের খাবার দানের আদেশ দিতেন। তিনি ছিলেন খোদার একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন কুরআনের জ্ঞান আহরণকারীদের মাঝে একজন শীর্ষস্থানীয় মানুষ। কুরআনের সূক্ষ্ম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে অসাধারণ বুৎপত্তি দান করা হয়েছিল। আমি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় নয় বরং জাগ্রত অবস্থায় কাশ্‌ফে দেখেছি। তিনি আমাকে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি তফসীর প্রদান করেন এবং বলেন, এটি আমার তফসীর আর এখন আপনাকে এর উত্তরাধিকারী করা হলো। এ পুরস্কার আপনার জন্য কল্যাণকর হোক। অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) এই তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদান করেন এবং বলেন, আপনাকে যা দেওয়া হয়েছে এর জন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তখন আমি আমার হাত বাড়িয়ে সেই তফসীরটি গ্রহণ করি আর দানশীল ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমি তাঁকে ঋজুকায় ও বলিষ্টদেহ, উন্নত চরিত্রসম্পন্ন, বিনয়ী ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারার অধিকারী দেখতে পেয়েছি। আর আমি কসম খেয়ে বলছি, তিঁনি আমার সাথে একান্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। আমার হৃদয়ে এ ধারণা সঞ্চার করা হয় যে, তিঁনি আমায় ও আমার বিশ্বাস সম্পর্কে জানেন। মতবাদ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমি শিয়াদের সাথে যে মতভেদ রাখি তা-ও তিনি জানেন, কিন্তু তিঁনি কোন ধরনের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি আর আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়েও নেন নি। বরং তিঁনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একনিষ্ঠ প্রেমিকের ন্যায় আমায় ভালোবাসেন আর স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষের ন্যায় ভালোবাসা প্রকাশ করেন। তাঁর সাথে, অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত হোসাইন বরং হাসান-হোসাইন উভয়ই এবং নবীকুল শিরোমনি খাতামান্নাবীঈন (সা.)ও ছিলেন। তাদের সাথে একজন একান্ত সুদর্শন, পুণ্যবতী, মহীয়সী, পবিত্র, মহত ও সম্মানীয়া এবং ভেতর বাহির মূর্তিমান জ্যোতি এক যুবতী মহিলাও ছিলেন। তাঁকে আমি দুঃখে ভারাক্রান্ত দেখেছি। কিন্তু তিনি স্বীয় দুঃখ গোপন করছিলেন। আমার হৃদয়ে এ ধারণার উদ্রেক করা হয় যে, তিঁনি ফাতেমাতুয্ যাহরা। আমার শায়িতাবস্থায় তিঁনি আমার কাছে আসেন এবং (পাশে) বসেন আর আমার মাথা তাঁর রানের উপর রেখে স্নেহ প্রকাশ করেন। আর আমি দেখলাম, আমার কোন দুঃখের কারণে তিনি দুঃখিত ও ব্যথিত। আর সন্তানের কষ্টের সময় মায়েরা যেভাবে ব্যাকুল হয়ে যায় তিনিও সেভাবে স্নেহ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করছেন। এ বিষয়েও কতক অ-আহমদী বন্ধু আপত্তি উত্থাপন করে যে, দেখ দেখ! কত বাজে কথা বলে বসেছেন! তিনি ফাতেমার উরুতে মাথা রেখেছেন; অথচ এখানে তিনি মায়ের উপমা দিয়েছেন। তিনি (আ.) পূর্বে যেসব কথা বলেছেন, যেসব বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করেছেন- তা মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন এরপর বাক্যটি লক্ষ্য করুন যে, মায়ের মতো স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন; তাহলেই সমস্ত আপত্তি নিরসন হয়ে যায়, কিন্তু তাদের মানসিকতা নোংরা তাই এদের মাথায় আপত্তি দানা বাঁধতে থাকে। যাহোক এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, ধর্মের ক্ষেত্রে আমি তাঁর কাছে ছেলে সদৃশ। মনে হলো, জাতি, স্বদেশবাসী ও শত্রু কর্তৃক আমি যে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি সেটিই তাঁর (তথা হযরত ফাতেমার) দুঃখের কারণ। এরপর আমার কাছে হযরত হাসান-হোসাইন এলেন। তাঁরাও সহোদরের ন্যায় ভালোবাসা প্রকাশ করেন এবং দুই সহমর্মীর মতো আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এটি ছিল জাগ্রত অবস্থায় একটি দিব্যদর্শন। আমি এ কাশফ দেখেছি বেশ কয়েক বছর হয়েছে। হযরত আলী এবং হোসাইনের সাথে আমার অতি সূক্ষ্ম একটি মিল রয়েছে, যার রহস্য পূর্ব-পশ্চিমের প্রভু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আমি হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর উভয় পুত্রকে ভালোবাসি। আমি তাকে শত্রু মনে করি যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা রাখে। এতদসত্ত্বেও আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। আল্লাহ্ আমার সামনে যা প্রকাশ করেছেন তা আমি উপেক্ষা করতে পারি না। আর আমি সীমালঙ্ঘনকারীও নই। তোমরা যদি না মানো

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

নবাগত আহমদীদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

আটটার সময় হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে নবাগত আহমদীদের সাক্ষাত অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

এক আরব বন্ধকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কি দেখে বয়আত করেছেন? ভদ্রলোক উত্তর দেন, ' আমি আহমদীয়াতের মধ্যে প্রকৃত ইসলামকে দেখেছি, প্রকৃত খিলাফত দেখেছি। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম একটি প্রাচীরে বড় বড় অক্ষরে আহমদীয়াত লেখা আছে আর আহমদীয়াত শব্দটি থেকে জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ছে। এই স্বপ্নের মাধ্যমেও আমি আশ্বস্ত হয়েছি আর এখানে এসে আমি বয়আত করেছি।

এক আরব অতিথি বলেন, এখানে আসার পূর্বে আমার ইচ্ছে ছিল হুযুর আনোয়ারকে কাছে থেকে দেখার। কাল হুযুর আনোয়ার যখন জার্মান অতিথিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন, আমি তখন সামনের দিকে বসে ছিলাম। যেখান থেকে আমি তাঁকে কাছে থেকে দেখেছি। এইভাবে খোদা তা'লা আমার বাসনা পূর্ণ করেছেন। আর আজকেও আমি হুযুর আনোয়ারের খুব কাছে বসে আছি।

এক সিরিয়ান আহমদী যিনি জার্মানীতে অবস্থান করছেন, তিনি বলেন, জলসার পুরো পরিবেশ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ছিল। আহমদী সদস্যদের প্রশংসনীয় আচরণ দেখে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। জলসা দেখে আমি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি।

এক সিরিয়ান নবাগত আহমদী বলেন, জার্মানীতে আরব আহমদী বন্ধুদের সঙ্গে আমার তবলীগি অধিবেশন হয়েছে, আর প্রশ্নোত্তরও হয়েছে। আমি আশ্বস্ত হওয়ার পর বয়আত করেছি।

ক্যামেরুনের এক বাসিন্দা বলেন, ২০০৭ সালে জামাতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। এরপর থেকে আমি জামাত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকি। ২০১১ সালে নাইজেরিয়া গিয়ে বয়আত করি। আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর পরিবারের পক্ষ থেকে তুমুল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। আমি পরিবার ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই এবং নাইজেরিয়া চলে আসি। এরপর সেখান থেকে মরোক্কো আসি এবং পরে স্পেনে আসি। আমার দারিদ্র ও অভাব এতই প্রকট হয়ে উঠেছিল যে ক্ষিধের জ্বালায় আমাকে 'মকরুহ' জিনিস খেতে বাধ্য হতে হয়। বর্তমানে আমি বেলজিয়ামে থাকি, জামাতের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে আর এই প্রথম জলসায় অংশগ্রহণ করছি। জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি।

এক জার্মান নবাগত আহদী প্যাট্রিক গিলহার এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আজ আমি বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আর এর কারণ হল জার্মান অতিথিদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ। আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতে খিলাফতের মাধ্যমে প্রকৃত ভালবাসা দেখতে পেয়েছি। আমার হৃদয় এখন ভালবাসা ও জ্যোতিতে পূর্ণ। আমি হুযুর আনোয়ারের ললাটে জ্যোতির আভা অনুভব করেছি। এখন আমি শান্তি ও ভালবাসার বাণী এখান থেকে নিয়ে ফিরে যাব। ভালবাসার আবেগে আমি আপ্লুত। বাইরে গিয়ে অন্যদের মাঝে এই বাণী পৌঁছে দেওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করতে চাই।

স্পেন থেকে আগত এক আরব অতিথি বলেন, স্পেনে আরব আহমদীদের সংখ্যা খুব কম। হুযুর আনোয়ারের নিকট তিনি দোয়ার আবেদন করেন যেন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত তো আপনাদেরকেই বৃদ্ধি করতে হবে। তবলীগ করুন, আহমদীয়াতের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের কর্মে বরকত দিন, সফল করুন।

এক জার্মান নবাগত আহমদী হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে দোয়া আবেদন করে বলেন, হুযুর আনোয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাকে যে পত্র লিখেছিলেন, এবং তাদেরকে ন্যায় ও সুবিচারের সঙ্গে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে প্রত্যাবর্তন করার প্রতি আহ্বান করেছিলেন- কেউ কি সেই সব আবেদনে সাড়া দিয়েছে?

হুযুর আনোয়্যার বলেন, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উত্তর লিখে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যদের বার্তা ছিল 'আমরা চেষ্টা করছি।'

বেলজিয়াম থেকে আগত এক আরব অতিথি বলেন, একদিন আমি জামাতের সেন্টারের বাইরে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। মিশনের সামনে কলেমা তৈয়্যবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' লেখা দেখে ভিতরে প্রবেশ করি। এইরূপে প্রথম বার জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। সেখানকার মুবাল্লিগের সঙ্গে আলাপ হয়। আহমদীয়াত সম্পর্কে আলোচনা হয়। দুই চার দিন সেখানে এসে নামায পড়ি। এভাবে জামাতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্রমেই আহমদীদের সঙ্গে আমার স্থায়ী সম্পর্ক তৈরী হয়। আহমদীয়া মসজিদে নামায পড়ে আমি অন্যান্য মসজিদের তুলনায় বেশি প্রশান্তি লাভ করেছি।

এখানে এসে হুযুর আনোয়ারকে দেখে আমার মধ্যে এক অবর্ণনীয় ভাবাবেশের উদ্রেক হয়েছে। আমি বুঝতে পারছিনা যে কি হয়েছে। আমি কাঁদতে শুরু করি, নিজেকে এক নতুন মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করি। হুযুরের পবিত্র চেহারায় যখনই দৃষ্টি যায়, আমার হৃদয় সাক্ষী দেয়, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হতে পারে না, যে দিবারাত্রি আমাদের মঙ্গল ও পথপ্রদর্শনের জন্য কাজ করছে। এখন আমি আহমদীয়াতের সঙ্গে আছি। আমার জন্য দোয়া করুন। কেননা, এখন আমার বিরোধীতা হচ্ছে আর লোকের ধারণা, আমি কাফের হয়ে গেছি।

স্পেন থেকে আসা এক নবাগত আহমদী বলেন, আমি এখানে জলসায় প্রথম বার এসেছি। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি তাঁকে কাছে থেকে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা হুযুরের ছত্রছায়া আমাদের উপর অক্ষয় করে রাখুন।

স্পেন থেকে আসা এক নবাগত আহমদী বলেন, আমাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে জামাতের সত্যতা। যারা জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণ দেয়, তাদের মিথ্যা বচনের কারণে জামাতের সত্যতা আমার উপর প্রকাশিত হয়েছে আর আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি।

নবাগত আহমদীদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান ৮:২০টায় সমাপ্ত হয়।

ক্রোয়েশিয়ান এবং জার্মান মহিলা সাংবাদিকদের হুযুরের সাক্ষাতকার গ্রহণ।

এরপর ক্রোয়েশিয়ার দুই জন এবং জার্মানীর একজন মহিলা সাংবাদিক হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতগ্রহণ করেন।

ক্রোশেয়ার সাংবাদিকরা জলসার বিভিন্ন অনুষ্ঠানও ও দৃশ্যের তথ্যচিত্রও প্রস্তুত করেছেন, যা তারা ফিরে গিয়ে ক্রোয়েশিয়ার টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার করবেন।

জার্মান সাংবাদিক সেদেশের সব থেকে প্রমুখ অনলাইন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। এই পত্রিকার পাঠক সংখ্যা পৌনে দুই কোটির বেশি। হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার অনলাইন পত্রিকায় দুটি পর্বে প্রকাশিত হবে। দুইবার প্রকাশিত হলে সামগ্রিকভাবে এর সম্ভাব্য সার্কুলেশন দাঁড়াবে ৩কোটি ৪০ লক্ষ।

জার্মান সাংবাদিক প্রশ্ন করেন,'আপনি জার্মান পত্রিকাকে সাক্ষাতকার দেওয়ার সময় বলেছিলেন,'এই মুহূর্তে সব থেকে সঙ্গীন বিষয়টি হল যুবক শ্রেণী খোদা তা'লা থেকে দূরেসরে যাচ্ছে। আপনার মতে এমনটা কেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, 'কেবল যুবক শ্রেণীই বা কেন? সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষই ধর্ম থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এমনকি খোদা তা'লার অস্তিত্বেও তারা বিশ্বাসী নয়। তাই বিশেষভাবে যুবকদের সঙ্গে সমস্যাটিকে জুড়ে দেখা সঙ্গত হবে না, অন্যরাও এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু আমি বলেছিলাম, চরমপন্থীরা হতাশার শিকার আর যুবক সম্প্রদায়ও এর অন্তর্ভুক্ত। আমি বলেছিলাম, এর অনেক কারণ আছে, যেমন বেকারত্ব, কিছু অপূর্ণ বাসনা-এই ধরণেরই আরও অনেক বিষয় রয়েছে। এমতাবস্থায় এই সব লোকেদের নিজেদের মনকে বোঝাতে কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যেহেতু তাদের পথপ্রদর্শক নেই, তাই তারা সোজা

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

পথে চলার পরিবর্তে সেই লোকেদের লক্ষ্যে পরিণত হয়, যারা যুবকদের সঠিক পথ দেখায় না। ফলে এরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। এর একাধিক কারণ আছে। সেই সময় আসল প্রশ্নটি কি ছিল তা আমার মনে নেই। আপনার মনে কোনও প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।

সাক্ষাতকার গ্রহণকারী সাংবাদিক বলেন, 'আমার প্রশ্ন হল, আপনি একবার বলেছিলেন, যাদেরকে চরমপন্থার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদেরকে দোষারোপ করা উচিত। তাদেরকে দোষারোপ করা উচিত নয় যারা তাদেরকে উগ্রপন্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি একথা কখনই বলিনি। আমি তো বলেছিলাম, যারা নিজেদের অপকর্মের কারণে এই সব যুবকদের শিকার করছে, তারাই প্রকৃত অপরাধী। যারা এর শিকার হচ্ছে, তারা তো আর অপরাধী নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই নিরপরাধ আর তথাকথিত মৌলবীরা তাদেরকে বিপথে চালিত করে।

ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন, 'এমতাবস্থায় জামাত কি পদক্ষেপ নেয়?'

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা নিজেদের সাধ্য মত করি। দেখুন দুটি বিষয় রয়েছে। সাধারণভাবে আমরা কি করতে পারি? এক্ষেত্রে আমরা ভালবাসা ও সৌহাদ্যের প্রার করি, যেটি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। মানুষকে জানাই যে, উগ্রপন্থার দিকে যাওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণ করা উচিত। দ্বিতীয় বিষয়টি আমাদের নিজেদের যুবক শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আমি মনে করি না যে আপনি কখনন কোন আহমদী যুবককে তাদে লক্ষ্যে পরিণত হতে দেখবেন বা এই সব মৌলবীদের কারণে উগ্রপন্থীতে পরিণত হতে দেখতে পাবেন না।

ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন, 'আহমদী যুবকরা ছাড়া আপনি অন্যদের জন্য কি করতে পারেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, দেখুন, আমরা তো কেবল প্রচার করতে পারি। আমরা হলাম একটি ধর্ম-প্রচারক সংস্থা। আমাদের জামাতের কাজ হল প্রচার করা যা আমরা করে চলেছি।

এরপর ক্রোয়েশিয়ান মহিলাটি প্রশ্ন করতে গিয়ে বলেন, কেবল প্রচার করা যথেষ্ট নয়। আপনি একজন আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে কি করতে পারেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, তবলীগের পাশাপাশি আমরা সেই সব প্লাটফর্মকে কাজে লাগাই যেগুলি আমাদের নাগালের মধ্যে আছে। আমি যদি কোন পার্লামেন্টের সামনে বলার সুযোগ পাই বা এমন কোন স্থানে বক্তব্য রাখার সুযোগ পাই যেখানে শিক্ষিত মানুষের সমাবেশ হয়, সেক্ষেত্রে আমি সব সময় তাদেকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করার চেষ্টা করে থাকি।সাধারণ মুসলমান কিম্বা বিশেষ করে যুবক শ্রেণীর উদ্দেশ্যে বলি,'তোমরা যা করছ তা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্মত নয়। অতএব, সীমিত উপকরণ নিয়ে আমরা যা কিছু করতে পারি সেটুকু করছি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আপনি কি মনে করেন যে, ভবিষ্যতে জামাত আহমদীয়া আরও উন্নতি করবে এবং আরও বেশি মানুষকে প্রভাবিত করবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি তো সব সময় ইতিবাচক আশা করি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, যেভাবে সময় এগিয়ে চলেছে, সেই অনুসারে কি ধর্মের মধ্যেও পরিবর্তন আসবে? আপনার মতে ধর্মকে মানুষের কারণে পরিবর্তিত হওয়া উচিত নাকি ধর্মের কারণে মানুষের নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনা দরকার?

হুযুর আনোয়ার বলেন, একথাই আমি জুমআর খুতবায় বলেছিলাম। ধর্ম মানুষকে পথ দেখায়। মানুষ যদি ধর্মের পথপ্রদর্শন করতে শুরু করে, তবে ধর্মের প্রয়োজন আর বাকি থাকবে না। বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক দল রয়েছে-সোশালিস্ট পার্টি, এস.ডি.পি, গ্রীন পার্টি আরও অনেক পার্টি আছে। প্রত্যেক দল নিজেদের ঘোষণাপত্র অনুসারে ধর্মকে আকার দিবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, জামাত আহমদীয়ার ঘোষণাপত্র হল কুরআন করীম আর আমাদের জন্য এই পথপ্রদর্শনকারী নীতি। আমরা বিশ্বাস করি, এই পবিত্র গ্রন্থ সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শন করে। আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রায় পনেরো শ' বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তা অক্ষত ও নিরাপদ আছে। কুরআন করীমের একটি আয়াতে আল্লাহ্ ত'লা বলেছেন, কুরআন করীমের শিক্ষা এবং এর আয়াতসমূহ চিরকালের জন্য সুরক্ষিত থাকবে। এ কথা আজও সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। আর যদি এমনটি হয়, আমাদের অপরের সাহায্য নেওয়ার বা কারো মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন কি? আমরা মানুষকে বলি, আপনার কোন সমস্যা আছে কিম্বা আপনি কুরআন করীমের কোন আয়াত বুঝতে পারছেন না, আর তথাকথিত মুসলমান উলেমা যারা ইসলামী শিক্ষাকে বিকৃত করেছে, তাদের দেখানো ভুল পথে চলছেন, তা হলে আমাদের কাছে আসুন, আমরা আপনাকে সঠিক অর্থ বোঝাব।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যদি মনে করেন যে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু আছে যা বর্তমান যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে না, তবে আমাকে বলুন। যদি কোন ব্যাক্তিগত চাওয়া পাওয়া থাকে তবে তা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু এমন কোন মৌলিক বিষয় বলুন যা সম্পর্কে আপনি বলতে পারেন যে বর্তমান যুগে এর ভীষণ প্রয়োজন অথচ তা কুরআন করীমে নেই।

ভদ্রমহিলা বলেন, এমন কোন বিষয় নেই অবশ্য, কিন্তু শুধু চিন্তা করি যে মানুষ যে ধর্ম মেনে চলে সেটা পরিবর্তন কেন করতে পারবে না? আমার মতে যারা কোন ধর্মকে মেনে চলে, তাদের সেই ধর্মকে পরিবর্তিত করাও অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন,কিন্তু প্রশ্ন হল কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনই বা কেন দেখা দিল? যদি অর্থনৈতিক কোন বিষয় থাকে যার উপর কুরআন আলোকপাত করে নি, বা বিজ্ঞানের কোন মতবাদ আছে যা কুরআনে বর্ণিত হয় নি, সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন। অনুরূপভাবে কিছু সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেগুলির সমাধান যদি কুরআন না করে থাকে, আপনার পারিবারিক সমস্যার কথা যদি কুরআনে না থাকে তবে আপনার কথা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু এই সব কিছুর বিষয়ে কুরআন করীমে রয়েছে আর সেগুলির সমাধানও বর্ণিত হয়েছে। তবে এটিকে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই আইন মানুষের দ্বারা রচিত নয়, কোনও দেশের পার্লামেন্টে এটি তৈরী হয় নি যা কিছু কাল পর পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কাজেই আমরা যেহেতু বিশ্বাস করি যে এই কিতাব আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নাযেল হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই ধরণের পরিবর্তনের প্রয়োজন থাকে না। এমনকি এই গ্রন্থের বাক্যাংশ কোন প্রকার পরিবর্তন করারও কোন প্রয়োজন নেই। তবে কুরআন করীমকে বুঝতে হবে। আপনি যদি কুরআন করীমকে ভালভাবে বুঝতে পারেন, তবে এই আয়াতগুলি থেকেই বিভিন্ন প্রকারের ধারণা ও চিন্তাধারা গ্রহণ করতে পারেন। সবই আপনার বোধগম্যতার উপর নির্ভরশীল।

ভদ্রমহিলা বলেন: আমার আরও একটি প্রশ্ন আছে। আপনি আপনার ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন যে, ইউরোপের মানুষ যারা ধর্ম থেকে দূরে আছে, তারা মানসিকভাবে শান্তিতে নেই, অসুখী জীবন যাপন করছে। কিন্তু আমি নিজেই ধর্ম মেনে চলি না, কিন্তু সব দিক থেকে শান্তিতে আছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি একথা বলি নি যে একশ শতাংশ মানুষই এর মধ্যে পড়ে। আপনি যদি বিজ্ঞানের গবেষণাগারে কোন পরীক্ষা চালান এবং তার ৭৫ শতাংশ ইতিবাচক পরিণাম আসে, আপনি বলবেন ইতিবাচক পরিণাম এসেছে। অনেক সময় বিজ্ঞানীর ৬৫ শতাংশ পরিণাম নিয়েই বলে দেন বেশ সুখকর পরিণাম বের হয়েছে। আমি একথা দৃষ্টিপটে রেখেই বলেছিলাম যে, ইউরোপের মানুষ মানসিকভাবে শান্তিতে নেই। যে কারণে তারা হতাশার শিকার হয়। আপনি নিজেই সর্বত্র হতাশার এই চিত্র লক্ষ্য করতে পারেন। আপনি যদি পুরোপুরি মানসিক শান্তি লাভ করে থাকেন তবে ভাল কথা, কিন্তু আপনি যদি অনেক সময় চিন্তা করেন যে আমার অমুক অমুক বাসনা পূর্ণ হয় নি, তবে আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে আপনি পরিপূর্ণ মানসিক শান্তি উপভোগ করছেন? আমার বক্তব্য হল, সেই সব মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। অথচ পশ্চিমি দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় ঢের ভাল। আমার বলার উদ্দেশ্য এতটুকুই ছিল।

ভদ্রমহিলা বলেন, তবে কি হুযুরের মতে ধর্মই এই হতাশার একমাত্র সমাধান?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার মতে আপনি যদি শতভাগ নিষ্ঠাসহকারে ধর্মের অনুশাসন শিরোধার্য করেন, তবে প্রকৃত মানসিক প্রশান্তি লাভ হবে।

ভদ্রমহিলা বলেন, আমি তো এমন কোন ব্যাক্তিকে জানি না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি জানি। আপনি নিজের অভিজ্ঞতা

থেকে বলছেন, আর আমি বলছি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। আসল কথা হল আপনি সব কিছু জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। আর আমি দেখি ধর্মের দৃষ্টি দিয়ে।

এরপর ক্রোয়েশিয়ান ভদ্রমহিলা বলেন, ইসলাম কিম্বা জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এই প্রথম আমি ইসলাম ধর্মের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে এবং জামাত আহমদীয়াকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি এবং আমার সঙ্গী এখানে তথ্যচিত্র বানাতে এসেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যারা ধর্মের অনুশাসন শিরোধার্য করে, তাদের মানসিক প্রশান্তির একটি প্রমাণ এই যে, ৩৬ হাজারের বেশি মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছে। অথচ কারো উদ্দেশ্য কোন জাগতিক মুনাফা অর্জন ছিল না। এরা দূর দুরান্ত থেকে অর্থ ব্যয় করে এখানে এসেছে। এছাড়াও এটিও এর প্রমাণ যে, আপনি মুসলমান নন, তবুও এখানে এসেছেন সত্যের সন্ধানে।

জার্মান সাংবাদিক শেষ প্রশ্ন করে বলেন, জার্মানীর মানুষদের জন্য আপনার বার্তা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, জার্মানীর মানুষ উদার মানসিকতার। তাঁরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি একথাই বলব যে, তাঁরা তাদের এই আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুন্ন রাখুন। আপনাদের দেশ একদিন ইউরোপকে নেতৃত্ব দিবে। যুক্তরাষ্ট্র আপনাদেরকে দুর্বল দেশ হিসেবে দেখতে চায়, বরং আপনাদের শক্তি যেন ক্রমেই ক্ষয় হতে থাকে এটাই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু আপনারা যদি এই দেশ ও মহাদেশের সৌহার্দ্য ও সমন্বয় বজায় রাখতে চান, তবে ঐক্যবদ্ধ হোন।

এই সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানটি ৮:৪৫টায় সমাপ্ত হয়। এবার পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান অনুসারে হুযুর জলসা গাহা কারস্রুহে থেকে বায়তুস সুবুহ (ফ্রাঙ্কফোর্ট) এর উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রায় এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট সফরের প্রায় সাড়ে দশটার সময় তিনি বায়তুস সুবুহ মসজিদে পদার্পণ করেন।

বয়আত গ্রহণকারী সদস্যদের ঈমান উদ্দীপক অভিব্যক্তি

আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ৪৩জন সদস্য হুযুরের আনোয়ারের হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বয়আত গ্রহণকারীদের সম্পর্ক ছিল ৯টি জাতির সঙ্গে। বয়আত গ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া নীচে বর্ণনা করা হল।

স্পেন থেকে আসা এক আরব বাসী বন্ধু, ইদরিস সাহেব, জলসা সালনায় বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বলেন, 'আমি জলসার ব্যবস্থাপনা, নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং এত বিশাল জন সমাবেশ দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। এত বিশাল মানুষ এক খলীফার পেছনে মালার মত এক সূত্রে গাঁথা ছিল। এই দৃশ্য আত্মাকে উজ্জীবিত করার মত ছিল।

তিনি বলেন: আমার আনন্দের সীমা ছিল না। আমার ইচ্ছে, আমি যেন প্রত্যেক জলসায় অংশগ্রহণ করি, কেননা আন্তরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে এই জলসার সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

স্পেন থেকে আসা আরও এক আরব অতিথি মহম্মদ আল আরাবীও জলসায় বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি বলেন,

" এই মহ জলসায় বিভিন্ন দেশ থেকে আসা আহমদীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনাদের আতিথেয়তা ও আচার আচরনের প্রশংসা না করলেই নয়। আমি বহু ইসলামী সম্প্রদায় দেখেছি, যেভাবে জামাত আহমদীয়ার সদস্যা এক হাতে ঐক্যবদ্ধ আছে, তেমন আমি কোথাও দেখি নি।

সাআদ বিনতে যুরুক সাহেবা মরোক্কোর একজন আহমদী। স্পেন থেকে তিনি জলসায় নিজের এক অ-আহমদী বোন, ভগ্নীপতি ও তাঁর দুই সন্তানসহ অংশগ্রহণ করতে এসেছেন।তিনি নিজের আবেগ অনুভুতির কথা জানিয়ে বলেন,

'আমি হুযুর আনোয়ারকে এম.টি.এর পর্দায় দেখতাম, কিন্তু সামনা সামনি দেখলাম তাঁর চেহারায় জ্যোতির বিচ্ছুরণ। যা দেখে আমার মুখ থেকে স্বতোবৃত্ত হয়ে বেরিয়ে এল 'খোদার কসম! এই ব্যক্তি মানুষ নয়, কোন ফিরিশতা।' জলসা আমার জন্য দারুন উপভোগ্য ছিল। জলসায় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। আমি আমার বোন ও ভগ্নীপতিকে সঙ্গে এনেছিলাম, যারা হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শুনে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আর আল্লাহ্ কৃপায় এখন তারা বয়আত করেছে। তাদের অবচিলতার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

আব্দুল্লাহ সিরিয়ান সাহেবের পিতা কয়েক বছর থেকে আহমদী। তিনি নিজের পিতার সঙ্গে রাশিয়ায় থাকেন।কিন্তু এক পড়াশোনা সূত্রে হল্যাণ্ডে অবস্থান করছেন। তাঁর পিতার মাধ্যমে তিনি জামাতের বার্তা পেয়েছেন। কিন্তু তখনও তিনি বয়আত করেন নি। এবছর জলসায় পিতার সঙ্গে এসেছেন। জলসার প্রথম দিন প্রশ্নোত্তর সভার পর আমাদের মুবাল্লিগ সাহেবের সঙ্গা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সত্যতার সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনার শেষে তাকে বলা হয়,'আপনি খোদার কাছে এই দোয়া করেন হে আল্লাহ্! আমি এই জলসায় সেই ব্যক্তির সত্যতা যাচাই করতে এসেছি। তুমি আমাকে পথ দেখাও। তিনি বলেন, 'আমি এর আগেও দোয়া করেছিলাম, কিন্তু কোন পরিণাম বের হয় নি। তাঁকে বোঝানো হয় যে, কেবল এক বার দোয়া করা যথেষ্ট নয়। কেননা দোয়া করার জন্য বেশ কিছু শর্ত আছে, যেগুলিকে দৃষ্টিপটে রেখে অনুনয় বিনয় সহকারে কিছুকাল পর্যন্ত দোয়া করা উচিত।

জলসার দ্বিতীয় দিন হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে তবলীগাধীন অতিথিদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, আমাকে কুরআন শরীফ থেকে মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি দলিল দিন। আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব এই আয়াত দুটি উপস্থাপন করেন -

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ এবং

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

এবং হুযুর (আ.) এর কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী ও জামাতের উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এর পর তিনি বলেন, আমি বয়আত করতে চাই, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নিদর্শন দেখিয়েছেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সেই নিদর্শনটি কি? তিনি উত্তর দিলেন, কাল রাতে আমি অত্যন্ত অনুনয় বিনয় সহকারে সিজদাবনত হয়ে দোয়া করি। আর রাত্রে ঘুমোনেরা পর স্বপ্নে দেখি, একটি প্রকাণ্ড আকারের প্রাচীরে উজ্জ্বল অক্ষরে আহমদীয়া লেখা আছে আর তা থেকে অলৌকিক আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এরপর আমি জলসা গাহে উপস্থিত হয়ে হুযুরের ভাষণ শুনলাম। এরই মাঝে আমার হৃদয়ে এই বাসনার উদ্রেক হল যে আমি যদি হুযুর আনোয়ারের কাছে দাঁড়ানোর সুযোগ পেতাম! কিছুক্ষণ পর অনুভব করলাম আমি যেন এক মুহূর্তের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। আমি দেখলাম স্টেজে হুযুর আনোয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছি।

তিনি বলেন, এরপর আমার হৃদয়ে সত্য গেঁথে যায় আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার স্বপক্ষে কুরআন করীমের একটি মাত্র দলিল আরও একটু বক্ষ উন্মোচনের জন্য চেয়েছিলাম। অন্যথায় সত্য বলতে কি দোয়ার পর স্বপ্নের মাধ্যমেই আমি আশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। জলসার তৃতীয় দিন সামুহিক বয়আত গ্রহণে আমি অংশগ্রহণ করি।

বেলজিয়াম থেকে আগত এক অতিথি মহম্মদ আলইয়াবি সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। গত বছর থেকে তবলীগাধীন ছিলেন। জলসায় অংশগ্রণ এবং হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের প র তিনি বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি নিজের আবেগ অনুভূতির কথা জানিয়ে বলেন, 'আমি বিগত দশ বছর থেকে নামায পড়ছি। কিন্তু যে মানসিক প্রশান্তি আমি এখানে এসে লাভ করেছি, তা সারাটি জীবন আমি কখন অনুভব করি নি।

ভদ্রলোকের সম্পর্কে বেলজিয়ামের মুবাল্লিগ সাহেব বর্ণনা করেন, মহম্মদ ইলইয়াবি সাহেব তিন দিন জলসার দৃশ্য দেখে কেবল কাঁদতে থাকেন। এক বছরের তবলীগ একদিকে আর জলসার তিন দিন অপরদিকে ছিল। এই তিনটি দিন সেই কাজ করে দেখিয়েছে যা পুরো বছরে সম্ভব হয় নি। এটি কেবল আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবং যুগ খলীফার সত্তার কল্যাণে সম্ভব হয়েছে। হুযুর আনোয়ারকে দেখে তাঁর অন্তরের জগতটাই পাল্টে গিয়েছে।

পূর্ব জার্মানী থেকে আসা তিনজন অতিথি খোদার কৃপায় হুযুর আনোয়ারের হাতে বয়আত করেছেন। বয়আত করার পর তারা বলেন, আমরা জামাত সম্পর্কে এখানে এসেই প্রথম জানতে পেরেছি। খলীফাতুল মসীহর ব্যক্তিত্ব দেখে এবং তাঁর বক্তব্য শুনে বয়আত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেই কঠিন কাজ ছিল না। আমরা আনন্দিত যে, এই কাজের সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমরা ফিরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে আহমদীয়অতের বাণী পোঁছে দিব।

এক সিরিয়ান যুবক বয়আত করার যখন নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন, তখন তার চাচা জামাত আহমদীয়া এবং জলসা সম্পর্কে তার কাছে জানতে চান। তিনি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alisIam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 25 Feb, 2021 Issue No.8

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(খুতবার শেষাংশ...)

তাহলে আমার কর্মের জন্য আমি দায়ী আর তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী। আল্লাহ্ সত্বর তোমাদের এবং আমার মাঝে মীমাংসা করবেন। তিনি সকল মীমাংসাকারীর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। ”

(সিররুল খোলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৮-৩৫৯)

আজ এখানেই হযরত আলী (রা.)-এর স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হচ্ছে; ভবিষ্যতে পরবর্তী স্মৃতিচারণ আরম্ভ হবে ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি এই ঘোষণা দিতে চাই যে, নামাযের পর আমি নতুন একটি টিভি চ্যানেল উদ্বোধন করব, ইনশাআল্লাহ্, যেটি এম.টি.এ. ঘানা নামে চব্বিশ ঘন্টা সম্প্রচারিত হবে। ২০১৭ সালে ঘানায় ওয়াহাব আদম স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঘানার প্রাক্তন আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মরহুম আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেবের নামে এর নামকরণ করা হয়েছিল। যাহোক, এম.টি.এ. আফ্রিকার চ্যানেলগুলোর বর্তমান অনুষ্ঠানসমূহের ৬০ শতাংশ এই স্টুডিওতে নির্মিত হয়। এই স্টুডিওতে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত কর্মী রয়েছে সতেরজন এবং বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেচ্ছাসেবীও রয়েছে ষাটের অধিক। ওয়াহাব আদম স্টুডিও ঘানার অত্যাধুনিক স্টুডিওগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং এতে বেশ কিছু উন্নত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে; বিভিন্ন মিডিয়া কর্তৃপক্ষ এবং ব্রডকাস্টাররা প্রশিক্ষণ ও কাজের অভিজ্ঞতার জন্য তাদের কর্মীবাহিনী এই স্টুডিওতে পাঠায়। এই স্টুডিও অনেক সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে, যার মধ্যে আফ্রিকার প্রথম কুরআন করীম তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা এবং রমজানুল মোবারকের সম্প্রচার অন্যতম। এম.টি.এ. ঘানা নামে এখন একটি নতুন চ্যানেল উদ্বোধন করা হচ্ছে। এটি ঘানায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চব্বিশ ঘন্টার নতুন দেশীয় টিভি চ্যানেল হবে। এম.টি.এ. ঘানা স্যাটেলাইট ডিশ ছাড়াই যেকোন সাধারণ টিভি এন্টেনার মাধ্যমেও দেখা সম্ভব হবে। এর অর্থ হলো, ঘানার মানুষ সহজেই সাধারণ এন্টেনার মাধ্যমেও এই চ্যানেল দেখতে পারবে। এই চ্যানেল সেই সমস্ত স্থানেই দেখা যাবে, যেখানে ঘানার বড় বড় চ্যানেলগুলো দেখা যায়; আর এভাবে দেশের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ বাড়িতে এটি পৌঁছে যাবে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল এটি কভার করবে, ইনশাআল্লাহ্। ওয়াহাব আদম স্টুডিও থেকে ঘানার বিভিন্ন ভাষাতেও অনুষ্ঠানমালা প্রস্তুত করা হবে, যার মধ্যে ইংরেজি, টুই, গা, হাউসা এবং অন্যান্য ভাষা অন্তর্ভুক্ত। সেখানে লাজনার স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য দলসমূহ চ্যানেলের ট্রান্সমিশন ও শিডিউলিং এর কাজ করবে। নৈতিক, শিক্ষনীয় এবং সংশোধনমূলক অনুষ্ঠানসমূহ এতে প্রস্তুত করা হবে। এ চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের সঠিক ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। এম.টি.এ. ঘানা সারা দেশে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ইসলামী শিক্ষামালা প্রচারে পুরোপুরি নিবেদিত একমাত্র ফ্রি চ্যানেল হবে, ইনশাআল্লাহ্। আমাদের

বিরুদ্ধবাদীরা এক স্থানে পথ বন্ধ করার চেষ্টা করে আর আল্লাহ্ তা'লা অপর স্থানে অন্য কোন রাস্তা খুলে দেন। এই হলো জামা'তের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ। বন্ধ পথগুলোও সময়মতো খুলে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সাথে সাথে আনন্দের উপকরণও দান করেন। এই চ্যানেল এই দেশকে কভার করবে, বরং সম্ভবত প্রতিবেশী কিছু অঞ্চলকেও কভার করবে। আমি যেমনটি বলেছি জুমুআর নামাযের পর আমি এর উদ্বোধন করব ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, যেভাবে আমি আজকাল মনোযোগ আকর্ষণ করছি, বিশেষভাবে পাকিস্তান ও আলজেরিয়ার বন্দিদের জন্য দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা তাদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সেখানে আহমদীদের প্রশান্তির জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। আহমদীয়াতের বিরোধীদের বিবেক-বুদ্ধি দিন; আর যদি তা না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে যে আচরণ করার তা করুন; আর আমরা যেন তাদের থেকে দ্রুত মুক্তি লাভকারী হতে পারি। আহমদীদের তথা আমাদের আর বিশেষত স্বয়ং পাকিস্তানের আহমদীদেরও আজকাল দোয়া, নফল ইবাদত ও দান-খয়রাতের প্রতি জোর দেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজ নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন। (আমীন)

****

জলসায় যা কিছু শুনেছিলেন এবং জামাত আহমদীয়া যে মতবাদে বিশ্বাসী, সে সম্পর্কে চাচাকে বলেন। জলসার পরের দিনই তিনি ফোন করে জানান,'আমার চাচাও আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চান। তিনি জানিয়েছেন, আহমদীয়াতের সত্যতার বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই। তাই তিনি অবিলম্বে জামাতে যোগ দান করতে চান।

এরভিন জেপা সাহেব তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে জলসায় এসেছিলেন। উভয়ে আইন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তাঁর স্ত্রী জলসায় অংশগ্রহণ করে বয়আত করেন নি। জলসায় অংশগ্রহণ করার পর এবং হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ই তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। ভদ্রমহিলা বলেন, জলসার অভিজ্ঞতা অবর্ণনীয় ছিল। যে ভালবাসা, নিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ সেবার প্রদর্শন আমি দেখেছি, তা আমার মনে এক অসাধারণ প্রভাব ফেলেছে।

ভদ্রমহিলা সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার যখন জানতে পারেন যে, তিনি এখনও বয়আত করেন নি, তখন হুযুর আনোয়ার তাঁকে বললেন, আইনজীবিদের আশ্বস্ত করতে যুক্তিপ্রমাণের দরকার হয়। তাই আপনার স্বামীর উচিত আপনাকে শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমে আশ্বস্ত করা। ভদ্রমহিলা একথা শুনে বলেন, 'আমার স্বামী জামাতের বিষয়ে আমাকে অনেক তবলীগ করেছেন। বহু পূর্বেই আমি মনে মনে আহমদীয়াত গ্রহণ করে ফেলেছি। কিন্তু আজ পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে জামাত আহমদীয়া গ্রহণ করছি। একথা বলতে বলতে ভদ্রমহিলা অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন।

৮ই জুন, ২০১৫

মেসিডোনিয়া থেকে আগত অতিথিদলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

মেসিডোনিয়া থেকে ৬২ জন সদস্য জলসা সালানা জার্মানীতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। দলের মধ্যে ১৪জন খৃষ্টান, ২৭জন অ-আহমদী মুসলমান এবং ২১ জন আহমদী ছিলেন। হুযুর আনোয়ার সকলের কুশলবার্তা জানতে চান এবং তাদের কাছে জলসার বিষয়ে জানতে চান। তাদের মধ্যে একজন (টিভি সাংবাদিক) বলেন, 'আমি মেসিডোনিয়ার পক্ষ থেকে হুযুরকে সালসাম জানাচ্ছি।

তিনি জলসার শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ' যে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সহিষ্ণুতা আপনাদের জামাতে আমি দেখেছি তা আর কোথাও দেখা যায় না। জলসার সমস্ত ব্যবস্থাপনা অতি উচ্চমানের ছিল এবং সব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছিল।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, মধ্যপ্রাচ্য, সিরিয়া, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মত দেশগুলি থেকে হাজার হাজার শরণার্থী গ্রীস ও মেসিডোনিয়া পৌঁছয় এবং সেখান থেকে পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলে যায়। আমার প্রশ্ন হল এখানকার যারা সাংসদ সদস্য আছেন, তারা সেই সব শরণার্থী এখানে চলে আসার বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের সদস্যরাও পৌঁছে যায় যে সমস্ত মানবাধিকার সংগঠন আছে, তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি এবং আমাদের সদস্যদের জন্য এ্যাপ্রোচ করতে থাকি। এই সংগঠনগুলির উচিত সকলের সহায়তা করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের হাতে শাসন ক্ষমতা নেই। আমরা কিছু রাষ্ট্রনেতাকে নৈতিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকি। কিন্তু কোন প্লাটফর্মে গিয়ে তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করার মত প্লাটফর্ম আমাদের নেই।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, হুযুর আনোয়ার কালকের ভাষণের

এরপর ২ এর পাতায়....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

“ কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।”

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir